RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি
আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।
বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, ৪৭ সংখ্যা: কোচবিহার, শুক্রবার, ২৫ অক্টোবর - ৭ নভেম্বর, ২০২৪, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 47, Cooch Behar, Friday, 25 October - 7 November, 2024, Pages: 8, **Rs. 3**

বাংলার বদনাম যারা করছে তাদের ভোট নয়, বললেন শশী পাঁজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ের ডাক দিলেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা। ২০ অক্টোবর উপনির্বাচনের প্রচারে কোচবিহারে এসে বাম-বিজেপিকে আক্রমণ করেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী। এদিন কোচবিহারে তৃণমূলের দুটি সভায় অংশ নেন শশী। একটি কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনে। যেখানে কোচবিহার জেলা তৃণমূলের তরফে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়। ওই সভায় তৃণমূলের জেলার সব শীর্ষ নেতারা উপস্থিত ছিলেনন। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, প্রত্যেকেই তাঁদের বক্তব্যে দলীয় কর্মীদের উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন শশী। তিনি ওই সভা থেকে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন নিয়ে সরব হন। তিনি বলেন, "জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলনের নামে বাম-অতি বাম সক্রিয় হয়ে উঠেছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষতি করে আন্দোলন ঠিক নয়। আমরা চাই সাধারণ মানুষ স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে যাতে বঞ্চিত না হন।" সিতাইয়ের জুনিয়র বেসিক স্কুলের মাঠে নির্বাচনী জনসভাতেও যোগ দেন শশী। সেখানে তিনি দলীয় প্রার্থীকে বিপুল ভোটে জয়ের ডাক দেন। বলেন, "দুর্গাপুজোর কার্নিভালের পর এবার ভোট কার্নিভাল। উপনির্বাচন হলেও এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নির্বাচনের মাধ্যমে যারা বাংলার বদনাম করছে তাদের শিক্ষা দিতে হবে, দিদির হাত শক্ত করতে হবে। এই নির্বাচনে পরাজয় হলেও রাজ্যে তৃণমূল সরকারই থাকবে। সে কথা মাথায় রেখেই তৃণমূল সরকারকে শক্তিশালী করতে সবাই ভোট দিতে হবে। তৃণমূল প্রার্থীকে বড় ব্যবধানে জয়ী করতে হবে।" ওই মঞ্চ থেকেই উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে ভোটারদের প্রলোভন দেখানোর অভিযোগ ওঠে। উদয়নকে বক্তব্যে বলতে শোনা যায়, "আমার হয়তো এটা বলা ঠিক না। আগামীতে মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত হলে আজ যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে এক হাজার টাকা পান, তাঁরা পনেরোশো টাকা পাবেন, যারা বারোশো টাকা পান, তাঁরা দুই হাজার টাকা পাবেন। কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া গ্রামের মা-বোনদের কথা ভাবেন না। বিজেপি লোকসভা ভোটের সময় লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প বন্ধ করার হুমকি দিয়েছিল।" কাকীমা'কে ভোট দেওয়ার ডাক দিলেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। সিতাইয়ে মিটিং করে ওই ডাক দিচ্ছেন। ওই 'কাকীমা' জগদীশের স্ত্রী সঙ্গীতা রায়। এদিনই কোচবিহারের রবীন্দ্রভবনের সভা থেকে দলীয় কর্মীদের টাকার নেশা নিয়ে সরব হন উদয়ন গুহ। তিনি গরিব মানুষদের বাড়ি বানানোর প্রকল্পে টাকা তোলা নিয়েও সরব হন। দলের কর্মীদের একটি অংশের বিরুদ্ধেই তিনি সরব হন। ওই বিষয়ে কোচবিহার জেলাশাসককে জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানানোর কথা জানান। বিজেপির দাবি, তৃণমূল যে পুরোপুরি দুর্নীতিগ্রস্ত একটি দল তা তাদের কথাতেই পরিষ্কার।

দুই বাইকের সংঘর্ষে মৃত এক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দুটি বাইকের সংঘর্ষে মৃত্যু হল এক যুবকের। শুক্রবার বিকালে এ ঘটনা ঘটেছে দিনহাটা-কোচবিহার সড়কের জোরপুল এলাকায়। ওই ঘটনায় আরো দুজন আহত হয়েছে আহতদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মৃত ওই যুবকের নাম বাবু মিয়া। তার বাড়ি, দিনহাটার বড়নাচিনিয়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, এদিন বড় নাচিনিয়ার দুই যুবক একটি বাইক নিয়ে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। যখন দিনহাটা-কোচবিহার সড়কের জোড়পুল এলাকায় যায় সেই সময় উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। দুটি বাইক সিটকে রাস্তার উপরে পড়ে যায়। বিষয়টি দেখে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে এবং তাদের দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। হাসপাতালে চিকিৎসকরা বাবু মিয়া নামে এক বাইক আরোহীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকিরা দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সেভ ড্রাইভ সেভ লাইফ স্লোগানকে সামনে রেখে প্রশাসন সকলকে সতর্ক হয়ে রাস্তায় চলাচল করার জন্য আহ্বান জানালেও এখনো বেশ কিছু বাইক আরোহী নিয়ম-নীতি না মেনে বাইক চালিয়ে যাচ্ছে। বেপরোয়া ভাবে বাইক চালানোর ফলেই এদিনের এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে সাধারণ মানুষ মনে করছেন।

রাসমেলা নিয়ে বিরোধ পুরসভা-প্রশাসনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুজো শেষ। এবারে বেজেছে রাসমেলার দামামা। রাসমেলা মানেই হাজারে হাজারে দোকান, নাগরদোলা, সার্কাস। আজ, রাসমেলা। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে কোচবিহার জেলা প্রশাসন ও পুরসভার মধ্যে দড়ি টানাটানি। কোচবিহার জেলা প্রশাসন পনেরো দিনের মধ্যে মেলা শেষ করতে চাইছেন। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য তা মানতে নারাজ। পুরসভার দাবি, মেলা রাখা হবে কুড়ি দিন। ২৩ অক্টোবর কোচবিহার পুরসভার বোর্ড মিটিং হয়। সেখানে রাসমেলা কুড়ি দিন রাখার বিষয়ে প্রস্তাবগ্রহণ করা হয়। তা জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হবে বলে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান। তারপরেও যদি প্রশাসন তাতে রাজি না হন তাহলে তিনি বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "মেলা কুড়ি দিন না হলে ব্যবসায়ীদের ক্ষতির মধ্যে পড়তে হয়। অনেক ব্যবসায়ী অল্প সময়ের জন্য আসতে নারাজ। তাই মেলা কুড়ি দিন করতে হবে। প্রশাসন বিষয়টি আশা করি বুঝতে পারবে। না হলে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হতে হবে।" কোচবিহার দেবোত্তর ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, নভেম্বর মাসেই শুরু রাস উৎসব। যে মেলার দায়িত্বে রয়েছে কোচবিহার পুরসভার। পুরসভার তরফে জানানো হয়েছে, কুড়ি দিন ধরে ওই মেলা চলবে। প্রায় দেড় হাজার দোকান বসবে মেলায়। সেখানে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তো বটেই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরাও পসরা নিয়ে হাজির হবেন। এছাড়াও নেপাল, ভুটান, মায়ানমারের ব্যবসায়ীরাও পসরা নিয়ে হাজির হবেন।

কোচবিহারের রাসমেলা দুশো বছরের বেশি সময় ধরে হয়ে আসছে। এই মেলা ঘিরে আবেগ রয়েছে জেলার মানুষের মধ্যে। প্রত্যেক বছরই মেলার আয়োজন কিছুটা হলেও বড় করার চেষ্টা করা হয়। এবারেও মেলার পিছনে প্রায় এক কোটি টাকা খরচের লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। মেলায় বেশ কিছু টলিউড-বলিউডের নামী শিল্পীদের এনে নানা অনুষ্ঠান করার কথা ঠিক হয়েছে। এছাড়া থাকবে সার্কাস, নাগরদোলার মতো বিনোদনের নানা ব্যবস্থা। কুড়ি দিনের ওই মেলায় উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। কোচবিহার তো বটেই, আশেপাশের জেলা থেকে এবং বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান থেকেও প্রচুর মানুষ মেলায় হাজির হন।

লক্ষ্মীপুজোতেও পদ্মফুলের দাম আকাশছোঁয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দুর্গাপুজোতেই দাম বেড়েছিল পদ্মফুলের। লক্ষ্মীপুজোয় সেই দামের দ্বিগুণেরও বেশি টাকা কোচবিহারের বাজারে বিক্রি হল পদ্মফুল। ক্রেতারা জানান, কোচবিহারের বাজারে একটি ফুল বিক্রি হয়েছে ষাট থেকে সত্তর টাকায়। সাধারণত যা দশ টাকায় বিক্রি হয়। ব্যবসায়ীদের অনেকেরই দাবি, চাহিদা অনুযায়ী ফুলের যোগান নেই। তাই অতিরিক্ত দাম দিয়ে পদ্মফুল কিনতে হচ্ছে। বাজারেও দাম বেড়ে যাচ্ছে। গ্রাহকদের একটি অংশের অবশ্য অভিযোগ, সুযোগ বুঝে কালোবাজারি শুরু হয়েছে পদ্মফুলের। ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজোয় পদ্মফুল প্রয়োজন হয়। সুযোগ বুঝে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, কোচবিহারে পদ্মের আকাল তেমন নেই। লক্ষ্মীপুজোর প্রথমদিন একটি ফুলের দাম নেওয়া হয় ষাট থেকে সত্তর টাকা। পরের দিন একটি ফুলের দাম নেওয়া হয় পঞ্চাশ টাকা। কেউ কেউ পদ্মের বদলে শাপলা ফুল নিয়েও ফিরেছেন। এক গ্রাহক বলেন, "পদ্মের যা দাম, তার মধ্যে ফুলের মানও ভালো নয়। তাই শাপলা নিয়েছি।" উদ্যান পালন দফতরের কোচবিহার জেলার এক আধিকারিক বলেন, "কোচবিহারে তেমনভাবে পদ্ম চাষ হয় না। হাতে গোনা কয়েকজন কৃষক পদ্ম চাষ করেন। বাকিটা বাইরে থেকে আসে। সে জন্যই চাহিদা বেড়ে গেলে দাম কিছুটা বেশি হয়।"

দুর্গাপুজোয় পদ্মফুলের দাম কিছুটা বাড়ে। একটি পদ্মফুল কুড়ি থেকে পঁচিশ টাকায় বিক্রি করা হয়। পুজোর দোরগোড়ায় অবশ্য পদ্মের সঙ্কট শুরু হয়েছিল কোচবিহারে। উড়িষ্যার কটকের পদ্মফুলের উপরেই এবারেও ভরসা করতে হয়েছে কোচবিহারের বাসিন্দাদের। দুর্গাপুজোর সময় থেকেই ওই ফুলের চাহিদা মেটাতে হিমসিম অবস্থা হয়। কারণ, এখানে ফুল সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। সাধারণ ফ্রিজের উপরেই নির্ভর করতে হয় ব্যবসায়ীদের। সেখানে দুই-তিনদিন রেখে তা বিক্রি করেন তাঁরা। কোচবিহার শহরের এক ফুল ব্যবসায়ী বলেন, "দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগে পদ্মফুল প্রচুর পরিমানে পাওয়া গিয়েছে। পরে উৎপাদন কমে গিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই টানাটানি শুরু হয়। দাম বাড়ে।"

নিরাপত্তায় জোর কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: জুনিয়র চিকিৎসকদের দাবি মেনে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও আঁটোসাঁটো করার কাজ শুরু হয়েছে। সিসিটিভির থেকে পুলিশ কর্মীর সংখ্যাও বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া হাসপাতালের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষীও বাড়ানো হয়েছে। কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ১০৪ জন বেসরকারি নিরাপত্তারক্ষী রয়েছে। রাতের সাথী প্রকল্পে আরও ৪৬ জন নিরাপত্তারক্ষী পুলিশি যাচাইয়ের পরেই কাজে যোগ দেবেন। এছাড়া হাসপাতালে একটি পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। সেই ক্যাম্পে বর্তমানে তিনজন অফিসার, কনস্টেবল ও সিভিক ভলেন্টিয়ার মিলিয়ে কুড়িজন রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে চার জন বন্দুকধারী। ওই সংখ্যা আরও বাড়ানোর দাবি করেছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আগে মেডিক্যাল কলেজের পুলিশ ক্যাম্পে দশজন কর্মী ছিলেন। বিশেষ করে বন্দুকধারী পুলিশের সংখ্যা আরও বাড়ানোর প্রয়োজন বলে মনে করছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। কোচবিহারের মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সহকারী অধ্যক্ষ সৌরদীপ রায় বলেন, "নিরাপত্তার দিকে তাকিয়ে একাধিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। নিরাপত্তা রক্ষীর সংখ্যা বাড়ানো থেকে শুরু করে সিসিটিভির সংখ্যা বাড়ানোর কাজ শুরু হয়েছে।"

কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১০৪ টি সিসি ক্যামেরা রয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্ত ছিল না। সে কারণেই আরো দুশো'টি সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। অল্প সময়ের মধ্যে কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজেকে তুলে ধরতে পেরেছে। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিন বর্হিবিভাগে প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ভিড় করেন। এছাড়া অন্তর বিভাগে পাঁচশো জনের বেশি রোগী সব সময় ভর্তি থাকে। চিকিৎসক, রোগী, রোগীর আত্মীয় মিলিয়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার মানুষ মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে চলাফেরা করে। স্বাভাবিক ভাবেই পুরো মেডিক্যাল কলেজকে ঘিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বিশেষ করে আরজি করের ঘটনার পর কেউ আর ওই বিষয়ে ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। মেডিক্যাল কলেজ সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতালে প্রবেশের রাস্তা থেকে শুরু করে জরুরি বিভাগ, বহির্বিভাগ সর্বত্র সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। ট্রমা সেন্টার, সিটি স্ক্যান থেকে শুরু করে একাধিক বিভাগেও সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডে যাতায়াতের রাস্তা থেকে শুরু করে শৌচাগারে যাওয়ার রাস্তায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। শুধু হাসপাতাল চত্বর কলেজ ক্যাম্পাসেও সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কলেজ ক্যাম্পাসে আগে থেকেই একশোটির মতো সিসি ক্যামেরা ছিল। নতুন করে আরও ষাটটি বসানো হয়েছে।

সিতাইয়ে বাম প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘদিনের লড়াকু কর্মীর উপরেই আস্থা রাখল বামেরা। ২১ অক্টোবর সোমবার সন্ধ্যায় কোচবিহার সিতাই কেন্দ্রে বাম প্রার্থী হিসেবে ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা অরুণ কুমার বর্মার (ঝন্টু) নাম ঘোষণা করা হয়। অরুণ কুমার এলাকায় ঝন্টু নামেই পরিচিত। নাম প্রচারের পরেই সিতাইয়ের পেটলায় দলীয় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে প্রচারে নেমে পড়েন অরুণ। শাসক দল তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি প্রার্থী নাম ঘোষণা করে প্রচারে নেমে পড়েছে। তাতে খানিকটা পিছিয়ে পড়লেও হাল ছাড়তে রাজি নয় বামেরা। বামেদের দাবি, তাদের প্রার্থী স্বচ্ছ ভাবমূর্তির। দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত রয়েছে। অরুণ পেশায় জুনিয়র স্কুলের শিক্ষক। তিনি জানান, প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে ফরওয়ার্ড ব্লক দলের কর্মী হিসেবে কাজ করছেন তিনি। বর্তমানে ফরওয়ার্ড ব্লকের সিতাই ১ নম্বর শাখার সম্পাদকের দায়িত্বে রয়েছেন। তিনি বলেন, "দল প্রার্থী করেছে। এবারে মানুষের আশীর্বাদ পাব বলেই আশা করছি। কারণ স্বচ্ছতার সঙ্গে রাজনীতি করছি। কখনও দলবদল করিনি। আর মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেছি। যাদের বিরুদ্ধে আমি লড়ছি তাঁরা প্রত্যেকেই দলবদল করেছেন। শুধু তাই নয়, দেশ ও রাজ্য জুড়ে যা অরাজকতা তার প্রতিবাদেই মানুষ ভোট দেবেন।" বাম নেতা তথা সিপিএমের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অনন্ত রায় বলেন, "আর জি কর থেকে শুরু করে একের পর এক ঘটনায় মানুষ ক্ষুব্ধ। বিজেপির বিভাজনের রাজনীতিও মানুষ ভালো চোখে দেখছে না। মানুষ এবারে বামেদের সঙ্গেই থাকবে।" ফরওয়ার্ড ব্লকের কোচবিহার জেলা সম্পাদক অক্ষয় ঠাকুর বলেন, "তৃণমূল ও বিজেপির উপরে মানুষের আস্থা নেই। এবারে আমাদের ফল ভালো হবে।"

এবার আর জোট হল না, বাম-কংগ্রেস মুখোমুখি লড়াই সিতাইয়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পর পর দুটি বিধানসভায় বাম-কংগ্রেস জোটবদ্ধ হয়ে লড়াই করেছিল কোচবিহার। কংগ্রেস প্রার্থী সিতাই কেন্দ্র থেকে লড়াই করে। অবশ্য দু'বারের কখনও জয়ী হতে পারেনি কংগ্রেস প্রার্থী। এবারে আর কংগ্রেসকে আসন ছেড়ে দিতে রাজি ছিল না বামেরা। আর তাতে বিধানসভা উপনির্বাচনে বাম ও কংগ্রেস মুখোমুখি লড়াই হচ্ছে কোচবিহারের সিতাইয়ে। বুধবার কোচবিহারের বামেদের প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, বাম ও কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াইয়ে এবারে দুইপক্ষেরই ভোট শতাংশ আরও কমে যাবে। দুইপক্ষের কেউই অবশ্য তা মানতে নারাজ। দুইপক্ষেরই দাবি, এবারে তাদের ভালো ফল হবে। মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পরে বাম প্রার্থী অরুণ কুমার বর্মা ও কংগ্রেস প্রার্থী হরিহর রায় সিংহ বলেন, "এবারে ভালো ফল হবে।"

সিতাই তৃণমূলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। বাম আমলে ওই বিধানসভা ফরওয়ার্ড ব্লকের গড় বলে পরিচিত ছিল। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের সময় ফরওয়ার্ড ব্লকের ওই গড় ভেঙে পড়ে। ওই আসন থেকে তৃণমূলের সমর্থনে জয়ী হয় কংগ্রেস প্রার্থী কেশব রায়। পরে ২০১৬ সালে ওই আসন থেকে তৃণমূলের টিকিটে ওই আসন থেকে জয়ী হন জগদীশ বর্মা বসুনিয়া। ২০২১ সালেও ওই আসন থেকে জয়ী হন জগদীশ। পর পর দু'বার বামেদের সমর্থন নিয়ে কংগ্রেস সেখানে প্রার্থী দিয়েও কোনও লাভ করতে পারেনি। ২০২১ সালে ওই আসনে মূলত তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই হয় বিজেপির। এবারেও ওই দুই দলের মধ্যে লড়াই হবে বলে মনে করা হচ্ছে। বামেদের দাবি, ওই এলাকায় কংগ্রেসের তেমন কোনও ভোট নেই। কংগ্রেস প্রার্থী যেটুকু ভোট পেয়েছে তা বামেদের। কংগ্রেসের পাল্টা দাবি, সিতাইয়ে বামেদের তেমন কোনও সংগঠন নেই।

ডেঙ্গি নিয়ে পুজো মণ্ডপেও সচেতনতা প্রচারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দুর্গাপুজো শেষ হয়েছে। কিন্তু পুজোর মাস এখনও শেষ হয়নি। আর এই গোটা পুজোর মাস জুড়ে ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতায় জোর প্রচার শুরু করেছে কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দফতর। বিশেষ করে বর্ষাকাল চলে গেলেও বৃষ্টি এখনও পুরোপুরি যায়নি। মাঝে মধ্যেই দুই-এক পশলা করে বৃষ্টি হচ্ছে। যা ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। দুর্গাপুজোর সময় ডেঙ্গি নিয়ে কোথাও ফেস্টুন টাঙানো হয়, কোথাও মাইকে ঘোষণা করা হয়। ডেঙ্গি সচেতনতা নিয়ে নিয়ে জোর প্রচার করা হয় কোচবিহারের প্রায় প্রত্যেকটি পুজোয়। তার মধ্যেই অভিযোগ ছিল, পুজোর মধ্যে মশার উপদ্রবও বেড়েছে। ওই মশা থেকেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে নানাভাবে। কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুকান্ত বিশ্বাস বলেন, "ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা সবসময় জরুরি। আমরাও পুজোর মধ্যে নানা ভাবে বাসিন্দাদের সচেতন করার চেষ্টা করছি। বিভিন্ন পুজো কমিটির তরফেও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তাতে সচেতনতা বাড়বে বলেই আশা করছি।" কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "পুজোর সময়েও ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতায় জোর দেওয়া হয়েছে। পুরসভার তরফ থেকেও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। সেই সঙ্গে মশার উপদ্রব কমাতে নিয়মিত স্প্রে করা হচ্ছে।" স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে ইতিমধ্যেই ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা দুশোর গন্ডি পেরিয়েছে। নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গি বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে। পুজোর ভিড়ে ডেঙ্গি বাড়তে পরেও বলে আশঙ্কা করা হয়। এই অবস্থায় ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে জোর দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। এই ভিড়ের মধ্যেও মানুষকে সচেতন করতে চেষ্টায় নেমেছে স্বাস্থ্য দফতর ও পুজো কমিটিগুলি। কোচবিহার একটি পুজো কমিটির কর্তা বলেন, "ডেঙ্গি নিয়ে সচেতনতা প্রচার করা হচ্ছে। ডেঙ্গি নিয়ে যাতে সবাই সতর্ক থাকে সেদিকে ভেবেই এই উদ্যোগ।" কোচবিহারের আরেকটি পুজো কমিটি এক কর্তা জানান, দুর্গাপুজোর সময় ডেঙ্গি নিয়ে মণ্ডপ চত্বরে পোস্টার, ফেস্টুন টাঙানো হয়েছিল। ঘন ঘন মাইকেও চলছে প্রচার। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা থেকে শুরু করে যাতে কোথাও জল জমে না থাকে সে বিষয়েও মাইকে আবেদন করা হচ্ছে।

দীপাবলির আগে শব্দবাজি নিয়ে কড়া নজরদারি পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গত কয়েক বছরে মেদিনীপুরের এগরা থেকে শুরু একের পর এক বাজি কারখানায় বিস্ফোরণে মৃত্যু মিছিল দেখেছে জনতা। তার পরেও বেআইনি বাজি কারখানার রমরমা চলছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অসম, বিহারে, অভিযোগ এমনই। কালিপুজো ও দীপাবলির আগে সেই সব জায়গা থেকে চোরাপথে শব্দবাজি ঢুকছে কোচবিহারের মতো সীমান্ত জেলায়। ইতিমধ্যেই কোচবিহারে বহু টাকা মূল্যের টাকার শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। অভিযোগ রয়েছে, শব্দবাজির কারবারের পেছনে রয়েছে একটি চক্র। একের পর এক হাত বদল হয়েই শব্দবাজি পৌঁছায় কোচবিহারে। এমনকী ওই বাজি সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশেও যাচ্ছে বলে অভিযোগ রয়েছে। সেই অবৈধ বাজি আটকাতে জেলার প্রত্যেকটি সীমানায় কড়া নজরদারি শুরু করেছে পুলিশ। গাড়িতে গাড়িতে চলছে তল্লাশিও। কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "শব্দবাজি তথা অবৈধ সমস্ত বাজি যাতে কোনও ভাবেই বিক্রি না হয় সে জন্য কড়া নজরদারি রয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রচুর পরিমাণ বাজি উদ্ধারও হয়েছে।" কোচবিহার জেলা বাজি ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সুকুমার দে বলেন, "অবৈধ বা বেআইনি বাজি ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে। এবারে কোচবিহার রাসমেলার মাঠে বাজি বাজার হয়েছে। সেখানে সবুজ বাজি পাবে সবাই।" কোচবিহার বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া একটি জেলা। এই জেলায় কোনও বাজি কারখানা নেই। কিন্তু যে কোনও অনুষ্ঠানে কোচবিহারে বাজির চাহিদা রয়েছে। বিশেষ করে কালীপুজো ও দীপাবলির সময়ে বাজির চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। আর তাকে ঘিরেই সক্রিয় হয়ে ওঠে চোরাই চক্র। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, অসম, বিহার ও দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শব্দবাজি পৌঁছায় কোচবিহারে। আর ওই বাজি পাচারে সড়কপথই বেশি ব্যবহার করা হয়। কারণ ট্রেনে চাপলে বাজি সহজেই ধরা পড়ার আশংকা রয়েছে। কিন্তু গাড়িতে বা ট্রাকে জামাকাপড়, আনাজ বা অন্য কোনও দ্রব্যের আড়ালে বাজি পাচার করা সহজ বলেই মনে করে চোরাককারবারীরা। দিন কয়েক আগেই অসম সংলগ্ন বক্সিরহাটের এলাকায় গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে শব্দবাজি আটক করে পুলিশ। গত বছর সংকোশে দুটি বড় গাড়িতে ৭৭৮ কার্টুন বাজি ছিল। যার বাজার মূল্য কোটি টাকার উপরে বলে মনে করা হয়। জোড়াই মোড় থেকে একটি গাড়ি থেকে ১১৯ কার্টুন শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। দুই জায়গা মিলিয়ে ৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। এবারের পঞ্চাশ হাজার টাকার উপরে বাজি আটক করা হয়েছে। পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের কাছে জানা গিয়েছে, নিষিদ্ধ বাজির চাহিদা বাজারে সব থেকে বেশি। ওই বাজি বিক্রিতে কয়েক গুণ লাভ থাকে। একটি ছোট প্যাকেটের শব্দবাজির দাম যদি ৮০ থেকে ১০০ টাকা হয়, চোরা বাজারে তা কমপক্ষে ৪০০ টাকায় বিক্রি হয়। ব্যবসায়ী সমিতির এক কর্তা বলেন, "এই বিষয়ে আমরা প্রত্যেককে সতর্ক করেছি। কেউ অবৈধ কাজ করলে তার পিছনে সমিতি থাকবে না। বাংলাদেশেও ওই বাজির চাহিদা রয়েছে বলে জানতে পেরেছি। কেউ অবৈধ কাজ করলে আমরা নিজেরাই পুলিশকে জানিয়ে দেব।"

পাখিদের পিপাসা মেটাতে অভিনব উদ্যোগ সমাজসেবী উত্তম চ্যাটার্জীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: জঙ্গল কংক্রিটের শহর হয়ে গেলেও এখনও শহর ছাড়েনি পাখিরা। যেই গাছগুলি রয়েছে তাতেই দলবল বেঁধে তাদের বসবাস। এদিক ওদিক থেকে খাবার খেলেও, পিপাসা মেটাতে সমস্যায় পড়তে হয় তাদের। পাখিদের কথা সাধারণ মানুষ না ভাবলেও পশুপাখি প্রেমীরা তাদের কথা চিন্তা করে থাকে। সেই মতো পাখিদের পিপাসা মেটাতে এগিয়ে এলেন সমাজসেবী তথা পাখি প্রেমী উত্তম চ্যাটার্জী। শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোড, সেবক রোডের ধারে এখনও কিছু কিছু গাছ রয়েছে। সেইসব গাছে পাখিরা উড়ে উড়ে চলে আসে। শহরের কোলাহলের মাঝেও পাখিদের কিচিরমিচির শব্দ অনেকের মনে প্রশান্তি এনে দেয়। সেই সমস্ত গাছের ওপর উঠে জলের পাত্র বেঁধে দিতে দেখা গেলো উত্তম চ্যাটার্জীকে। শুধু জলের পাত্রই নয়, সেই পাত্রে পাখিদের পিপাসা মেটাতে জলও দিয়ে থাকেন তিনি। কাজের অবসরে তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন কোন কোন গাছে পাখিরা থাকে। এরপর তিনি সেইসব গাছগুলিতে জলের পাত্র বেঁধে দেন। তিনি জানান, গাছের নীচে পাত্রগুলি রাখলে সেগুলো বিভিন্ন কারণে নষ্ট হয়ে যায়। তাই গাছের ওপরে পাত্রগুলি বেঁধে দেন তিনি। সেইসঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষদের কাছে আবেদন জানান, যারা গাছগুলির কাছাকাছি থাকেন তারা যেন নিয়ম করে একটু জল পাত্রগুলিতে রেখে দেন।

কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা পুলিশের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পুলিশ-পরিবারের কৃতি ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল। মঙ্গলবার কোচবিহার পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হলে একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিক সহ বিভিন্ন পরীক্ষায় সফল ২৪ জন ছাত্রছাত্রীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কোচবিহার জেলা পুলিশের তরফে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। পুলিশ সুপার বলেন, "পুলিশ কর্মীদের পরিবারের ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। এভাবেই তাঁরা এগিয়ে যাক এবং জেলার নাম উজ্জ্বল করুক এটাই আমরা চাই।"

দুর্গাপুজোর কার্নিভাল হল কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: শেষ হয়েও যেন শেষ নেই পুজোর। ১৪ অক্টোবর সোমবার পুজো কার্নিভালে মাতল কোচবিহার। কার্নিভাল ঘিরে সকাল থেকেই উদ্মাদনা ছিল কোচবিহারে। সোমবার সন্ধ্যায় কোচবিহারের বিশ্বসিংহ রোডে প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত পুজো কার্নিভালের অংশ নিয়েছিল বেশ কয়েকটি বড় বাজেটের দুর্গা পুজো কমিটি। প্রশাসন সূত্রেই জানা গিয়েছে, পুজো কার্নিভালে এবারে দশটি পুজো কমিটি অংশ নিয়েছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, কোচবিহারের জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা, কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য থেকে শুরু করে প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায় ছিলেন কার্নিভালের মঞ্চে। কার্নিভালের উদ্বোধন করেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ।

আতস বাজি মেলা কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আতস বাজি মেলা শুরু হল কোচবিহার রাসমেলার মাঠে। সম্প্রতি এক সন্ধ্যায় ওই মেলার উদ্বোধন করেন উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। এতদিন কোচবিহারে বিভিন্ন বাজারেই বাজি বিক্রি হত। এবারে নিরাপত্তার কথা ভেবে এক জায়গায় বাজি বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সিতাইয়ে উপনির্বাচনে গাড়ি তল্লাশি।

কর্মবিরতি চিকিৎসা না পেয়ে ফিরলেন বহু মানুষ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: চিকিৎসকদের ডাকা কর্মবিরতির জেরে চিকিৎসক না পেয়ে বর্হিবিভাগ থেকে ফিরে গেলেন অনেক রোগী। ১৫ অক্টোবর মঙ্গলবার সকাল থেকেই কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আন্দোলনে নামেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। বর্হিবিভাগের সামনে ভিড় করে আন্দোলন শুরু করেন। পরিস্থিতির জেরে কার্যত বন্ধ হয়ে যায় বর্হিবিভাগের টিকিট কাউন্টার। এর মধ্যে প্রচুর রোগী ভিড় করেন বর্হিবিভাগে। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর তাঁরা ফিরে যেতে বাধ্য হন। রোগীদের অভিযোগ, আগাম না জানিয়ে এভাবে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়ায় সমস্যার মুখে পড়তে হয় তাঁদের। অনেকে বাধ্য হয়ে প্রাইভেটে চিকিৎসক দেখাতে বাধ্য হন। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মণ্ডল বলেন, “বর্হিবিভাগে আন্দোলনের জেরে বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া যায়নি। তবে জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে অন্তর্বিভাগে পরিষেবা স্বাভাবিক রাখা হয়েছে।” কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ও সহকারি অধ্যক্ষ সৌরদীপ রায় বলেন, “পরিস্থিতি বুঝে আমরা জরুরি বিভাগে চিকিৎসকের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছে। যারা গুরুতর অসুস্থ ছিলেন তাঁদের বর্হিবিভাগ থেকে জরুরি বিভাগে যেতে বলা হয়েছে।”

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে একাধিক দাবি নিয়ে জুনিয়র চিকিৎসকদের আন্দোলন দীর্ঘসময় ধরে চলছে। ওই ঘটনার পর থেকে একটানা দীর্ঘদিন গোটা রাজ্যে কর্মবিরতি চলেছে। তাতে সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়েছে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে। কিছুদিন আগেই কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে কাজে যোগ দেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। তবে কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো তৈরি না হওয়া পর্যন্ত রাতের কর্মবিরতি চালু রাখেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। এবারে সেই দাবির সমর্থনে অনশনরত চিকিৎসকদের সমর্থন করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। কোচবিহার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সামনে বেশ কয়েকদিন ধরে প্রতীকী অনশন করছেন চিকিৎসকরা। এরই মধ্যে সোমবার ও মঙ্গলবার আবারও কর্মবিরতির ডাক দেয়। এবারে জুনিয়র চিকিৎসকদের সমর্থন করে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং রেসিডেন্ট চিকিৎসকরা। তাঁরাও এদিন জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে আন্দোলনে সামিল হন। তাতে পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে। বর্হিবিভাগে চিকিৎসক দেখাতে নিয়ে আসেন গোপালপুরের অসীম রায়। তিনি বলেন, “আমার চিকিৎসক দেখানো খুব জরুরি ছিল। এখানে এসে দেখছি টিকিট দেওয়া হচ্ছে না। এভাবে আগাম না জানিয়ে চিকিৎসা পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হলে তো সমস্যা বাড়বে।” এক মহিলা আনোয়ারা হোসেন চিকিৎসক দেখাতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, “আমরা গরিব মানুষ। হাসপাতাল থেকেই চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে ঘুরে আসতে হল।”

লক্ষ্মীর বাজার আকাশছোঁয়া, হাত পুড়েছে গৃহস্থের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফল-আনাজের বাজারে হাত দেওয়া কঠিন। ডাল-তেলের দামও আকাশছোঁয়া। বাড়ছে আতপ চাল- দুধের দাম। লক্ষ্মী পুজোর পায়েস-খিচুরি তৈরিতেও হাত পুড়ছে গৃহস্থের। লক্ষ্মী পুজোতে ইলিশ মাছের চাহিদাও রয়েছে। আর তাতে ইলিশের বাজারও চাঙ্গা।

কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজার থেকে ছোটখাটো সমস্ত বাজারে ছিল একই চিত্র। পুজোর একদিন আগেই অধিকাংশ মানুষই লক্ষ্মী পুজোর বাজার করতে ভিড় জমান কোচবিহারের একাধিক বাজারে। ওঁদের কয়েকজন জানান, সর্ষের তেলের দাম কিছুটা বেড়েছে। আতপ চালের দামও কেজি প্রতি বেড়েছে। গরুর দুধের দামও বেড়ে গিয়েছে। কেজি প্রতি ৬০ টাকা। ডালের দাম সব একশো টাকার উপরে। গ্রাহকদের কয়েকজন বলেন, “সব জিনিসের দাম তো গত কয়েক বছরে হু হু করে বেড়েছে। লক্ষ্মী পুজোর বাজারে সেই দাম আরও বেড়েছে। তাই এবারে পুজোতেও হিসেব কষে বাজার করতে হচ্ছে।” আরেক গ্রাহক বলেন “ফল-আনাজ কিনতে বাজেটের অর্ধেক টাকা খরচ হয়েছে। বাকি টাকা তো চাল, ডাল, তেল কিনতেই গেল। এবারে লক্ষ্মী প্রতিমা কেনা, পুরোহিতের খরচ দিতে নতুন করে বাজেট ধরতে হচ্ছে।” লক্ষ্মী পুজো ঘরে ঘরে হয়। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই ফলের সঙ্গে খিচুড়ি, লাবড়া এবং পায়েস তৈরি করা হয়। লুচি-সুজিও তৈরি হয়। তাই এই সময়ে ওই সব জিনিসপত্রের চাহিদা অনেক বেড়ে যায়। তাই দামও বেড়ে যায়। লাবড়াতে অনেকেই আলু, মিষ্টি কুমড়ো, স্কোয়াশ, পটল, পুঁই শাক ব্যবহার করে। সবকিছুরই দাম কেজি প্রতি ৫০ টাকার আশেপাশে। ফুলকপি তো কেজি প্রতি ৯০ টাকা, বেগুনও কেজি প্রতি প্রায় ১০০ টাকা। মুলোও তাই। এক মুদি ব্যবসায়ী বলেন, “দাম যে এই সময়ে অনেকটা বেড়েছে তা নয়। আগে যে দাম ছিল তা থেকে কেজি প্রতি সামান্য বেড়েছে।”

বিরোধীদের শিরদাড়া বেকিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি উদয়নের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের বিরুদ্ধে বিরোধীদের হুঁশিয়ারি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ১৮ অক্টোবর শুক্রবার কোচবিহার জেলা পার্টি অফিসে সিতাইয়ের উপনির্বাচন নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। দলীয় সূত্রে খবর, সেখান থেকেই প্রার্থীর নাম প্রস্তাব করে তা রাজ্য পার্টিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দলীয় সূত্রেই বার্তা ছিল, ওইদিনই রাজ্য থেকে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হয়নি। দু'দিন পরে দলীয় প্রার্থী হিসেবে সঙ্গীতা রায়ের নাম ঘোষণা করা হয়। বৈঠকের পরে উদয়ন গুহ বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের সে রামই হোক বামই হোক বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলই হোক যারা শিরদাঁড়ার ব্যবসা করছেন, শিরদাঁড়া নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তাদের শিরদাড়া এবারে নির্বাচনে এমনভাবে বেকিয়ে দেওয়া হবে সহজে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। আগামী দিনগুলিতে বাঁকা শিরদাঁড়া নিয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে তাদের চলতে হবে।” তিনি সিতাইয়ে রেকর্ড ভোটে জয়ী হওয়ার দাবি করেন। তিনি বলেন, “দিনহাটা বিধানসভার উপনির্বাচনে মাত্র এক হাজার ভোটের জন্য সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে রেকর্ড করা সম্ভব হয়নি। সিতাই বিধানসভায় এবারে আমরা সর্বভারতীয় রেকর্ড করার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করব। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ভোটে জয়ের ব্যবধানে আমি দুই নম্বরে রয়েছি। মহারাষ্টের একজন এক নম্বরে রয়েছে। এবারে সেই রেকর্ড ভাঙতে হবে। সিতাই হবে এক নম্বর, মহারাষ্ট হবে দুই নম্বর এবং আমি হব তিন নম্বর। বেশিদিন দুই নম্বরী হয়ে থাকতে চাই না।”

বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, “স্বচ্ছতার সঙ্গে ভোট হলে তৃণমূলের শিরদাড়া খুঁজে পাওয়া যাবে না তা সবাই জানে। মানুষ কিভাবে এই সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছে তা সবাই দেখছেন। এখন গরম বক্তব্য রেখে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ঘোরাতে চাইছেন তৃণমূলের মন্ত্রী।” উদয়ন গুহ বহুবার বিরোধীদের কড়া হুঁশিয়ারি দিতে গিয়ে বিতর্কে জড়িয়েছেন। এবারে সিতাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লড়াই হিসেবে ধরে নিয়েই এগোচ্ছে তৃণমূল। দল মনে করছে, রাজ্য জুড়ে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিরোধীরা যে ভাবে সরব হয়েছেন তাতে নির্বাচনে বড় ব্যবধানে জয়ই একমাত্র তাদের উপযুক্ত জবাব দেওয়া হবে। সেই লক্ষ্য নিয়েই ময়দানে নেমে পড়েছে তৃণমূল। বুথে বুথে নেতা-কর্মীদের জোর লড়াইয়ের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে তারা। শুধু তাই নয়, জেলার একাধিক শীর্ষ নেতা দিন-রাত এক করে চষে বেড়াচ্ছেন সিতাইয়ের বিভিন্ন এলাকা। এর মধ্যেই উদয়ন হুমকি দিয়ে বিরোধীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে বলে অভিযোগ।

স্বামীজিকে হেনস্থার অভিযোগ বিজেপি সাংসদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী বিজ্ঞানানন্দতীর্থ মহারাজকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন রায় তথা অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে। ১৩ অক্টোবর রবিবার সন্ধ্যে ৬ টা নাগাদ ওই ঘটনা ঘটে দিনহাটার সিতাইয়ের শালটিবাড়ি বিবেকানন্দ আশ্রমে। ঘটনার প্রতিবাদে স্থানীয় মানুষজন সিতাই-মাথাভাঙা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করলে উত্তেজনা আরও বাড়ে। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন আশ্রম কর্তৃপক্ষ। অনন্ত মহারাজ অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি কাউকে হেনস্থা করেননি। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে ‘খারাপ’ মন্তব্য করায় তার প্রতিবাদ করেছেন। স্বামী বিজ্ঞানানন্দ এবং অনন্ত মহারাজের কথোপকথনের একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে স্বামীজি দাবি করছেন, তিনি ওই গ্রামে আসার আগে মানুষ ‘নিরক্ষর’ ছিলেন। তিনি সেখানে স্কুল তৈরি করে বাসিন্দাদের শিক্ষিত করছেন। অনন্ত মহারাজের দাবি, সেই সময় গ্রামের বাসিন্দাদের নিয়ে খারাপ মন্তব্য করেন স্বামীজি। অনন্ত মহারাজকে ওই ভিডিওতে স্বামীজিকে ধমকাতে দেখা গিয়েছে। অনন্ত মহারাজ বলেন, “ওই গ্রামে আমার পূর্ব-পুরুষরা থাকতেন। তাই গ্রামের ভালোমন্দের খোঁজ আমি রাখি। সেখানে ওই স্কুল তৈরির কথা আমি জানতে পারি। তা নিয়ে কিছু অভিযোগও পাই। গ্রামের বাসিন্দাদের দিয়ে ভিক্ষে করানো বা জমি দখলের মতো অভিযোগ পাই। সে সব খতিয়ে দেখতেই সেখানে যাওয়া। এটাও ভেবেছিলাম সব ঠিক থাকলে স্কুলকে কিছু অনুদান দেব। কিন্তু তার পরেই ওই সমস্যা তৈরি হয়। আমি তাঁর কথার প্রতিবাদ করেছি। কোনও হেনস্থা করিনি।”

বছর দশেক আগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ ওই গ্রামে যান। গ্রামের বাসিন্দাদের সহযোগিতা আশ্রম গড়ে তোলেন স্বামীজি। ওই আশ্রমের অধীনে দু'টি স্কুল রয়েছে। স্কুলে ছয় শতাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে।সোমবার ওই আশ্রমে যান উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, “একজন মহারাজ মানুষের কাছে থেকে দান গ্রহণ করে আশ্রম চালান। তাঁকে এভাবে হেনস্থা করা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না।” দু'দিন পরে আশ্রমের মহারাজের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদয়ন গুহের ফোনের মাধ্যমে তিনি আশ্রমের মহারাজের সঙ্গে কথা বলে পাশে থাকার বার্তা দেন। নারী ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা আশ্রমে গিয়ে ওই মহারাজার সঙ্গে দেখা করেন। এদিকে আবার গ্রেটার কোচবিহারের আরেক নেতা বংশীবদন বর্মণ অনন্ত মহারাজের পাশে দাঁড়িয়েছেন।

সম্পাদকীয়

মূল্যবৃদ্ধি চিন্তার

ক্রমশই বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। চাল-ডাল-তেল-নুন, গত এক বছরে প্রত্যেকটি জিনিসের দাম। সবথেকে মানুষকে সমস্যায় ফেলেছে শাক-সব্জির দাম। প্রত্যেক বাঙালির খাবারের তালিকায় প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু সব্জি থাকে। বিশেষ করে আলু, পেঁয়াজ, আদা, রসুন রান্নার নিত্যদিনের সামগ্রী। সেই সবে হাত দেওয়া কঠিন পড়েছে। শুধু তাই নয়, ফুলকপি, বেগুন, টমেটো, মূলোর মতো সব্জির দামও আকাশছোঁয়া। এই পরিস্থিতির কেন হচ্ছে? ফলন কি কমে যাচ্ছে? না চাহিদা বাড়ছে? সমস্যা ঠিক কোথায়, তা অস্পষ্ট। কখনও কখনও কালোবাজারির অভিযোগও উঠছে। প্রশ্ন উঠেছে, প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে। প্রশ্ন উঠেছে, সরকারের ভূমিকা নিয়ে। অধিকাংশ মানুষের আয় যেখানে বাড়ছে না, সেখানে ক্রমশ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়ে চলেছে। স্বাভাবিক ভাবেই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এই মুহূর্তেই নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি আটকোনো প্রয়োজন। যদি কোথাও কালোবাজারি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে মাঠে নামে প্রশাসনকে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। অন্যথায়, সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকা কষ্টকর হয়ে পড়বে।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক ঃ সন্দীপন পন্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক ঃ পার্থ নিয়োগী, কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক ঃ বিমান সরকার

প্রবন্ধ

বিপন্ন পরিবেশ ও আমাদের দায়িত্ব

--- সোমালী বোস

‘বেঁচে থাকার কোন পরিবেশ থাকবে না যদি আমরা পৃথিবীকে হারিয়ে ফেলি’
“বিপন্ন কথটির অর্থ হল বিপদ পড়েছে এমন।”

আমাদের চারপাশে যা কিছু রয়েছে প্রকৃতি সম্পর্কীয় তা আজ সত্যিই ভয়াবহ অবস্থায় পৌঁছেছে। আজ জল, বায়ু, মাটি এমনকি শব্দও ভয়ংকর রকম দুষিত। আধুনিক যুগের উন্নতির চরম পর্যায় পৌঁছে গিয়ে দেখা গেল পরিবেশ আজ বিপন্ন। পৃথিবীর বয়স আজ ৫০০ কোটির উর্ধ্বে। আর একমাত্র পৃথিবী নামক গ্রহেই রয়েছে প্রাণের অস্তিত্ব কিন্তু নানান পরিবর্তন ও বিবর্তনের ফলস্বরূপ পৃথিবী ও তার পরিবেশ আজ বিপর্যস্ত। পৃথিবীর সবকিছু অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠ থেকে ওজোনস্তর পর্যন্ত বিস্তৃত পরিমন্ডলের বিদ্যমান আলো, বাতাস, জল, শব্দ, মাটি, বন, পাহাড়, নদনদী, সাগর সমগ্র উদ্ভিদও জীবজগৎ সমন্বয়ে যা সৃষ্ট তাকেই পরিবেশ বলা হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন আরও ৪ থেকে ৫ বিলিশন অর্থাৎ ৪০০ থেকে ৫০০ কোটি বছর পৃথিবীর টিকে থাকার কথা। সে সময় সূর্য তার সব হাইড্রোজেন জ্বালানী নিঃশেষ করে ফেলে প্রসারিত হবে এবং পৃথিবীসহ তার চারপাশের, সব গ্রহ ভস্মীভূত করে ফেলবে। অপরদিকে মানব সৃষ্ট পারমাণবিক মহাযুদ্ধ স্বল্প সময়েই পৃথিবীকে ধ্বংস করতে পারে। মূলত ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মানুষের কর্মকান্ডই পৃথিবী ও তার পরিবেশকে প্রাণী বসবাসের অনুপযোগী করে তুলছে অর্থাৎ পরিবেশ দূষিত বা বিপন্ন করে দিচ্ছে। পরিবেশকে বিপন্ন অর্থাৎ দূষণ করতে যে সমস্ত জিনিস বা পদার্থ দায়ী তাদেরকে বলা হয় দূষক। এই দূষককে আবার মূলত তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। যথা- (ক) শক্তি বিষয়ক দূষকসমূহ (যেমন: শব্দ, তাপও তেজক্রিয় বিকিরণ)। (খ) রাসায়নিক পদার্থ সমূহ (যেমন- জৈব ও অজৈব, কৃত্রিম বা প্রাকৃতিক, রাসায়নিক পদার্থ সমূহ)। (গ) জীবসমূহ (যেমন বিভিন্ন রোগের ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া ও পরজীবী সমূহ)।

প্রধানত দুটি কারণে পরিবেশ দূষিত হয়, যথা:- (১) প্রাকৃতিক কারণ এবং (২)মানুষের কর্মকান্ডজনিত কারণ। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানের (যেমন-জল, বায়ু, মাটি) যখন এমন কোন ভৌত রাসায়নিক, জৈবিক বা তেজস্ক্রিয় পরিবর্তন ঘটে, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, সঙ্গে সঙ্গে বা পরবর্তীতে জীবজগতের উপর নেতিবাচক বা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে তখন এ অবস্থাকে পরিবেশ দূষণ বলে।

আগ্নেয়গিরির অগ্নুপাত, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, সুনামী ইত্যাদি- প্রাকৃতিক কারণে পরিবেশ দূষিত হলেও, মূলত: মানুষের কর্মকান্ডে পরিবেশ বেশি দূষিত হয়। বায়ু বা বাতাস সধারণতঃ দূষিত হয়ে থাকে নিম্নোক্তকারণ হেতু যথা ঃ (১) যানবাহনের পরিত্যক্ত গ্যাস (২) ধোঁয়া ও ধোঁয়াশা (৩) তেজস্ক্রিয় পদার্থ (৪) ধূলিকণা (৫) আয়নাইজিং বিকিরণ (৬) গ্রীন হাউজ প্রতিক্রিয়া ও ওজোন স্তর ক্ষয়।

পৃথিবীর শতকরা প্রায় সাতানব্বই ভাগ জল সাগরের। মাত্র তিনভাগ জল হল পানের যোগ্য। আবার এই তিন ভাগের মাত্র এক তৃতীয়াংশ মানুষের আওতাধীন, বাকি অংশ মেরু অঞ্চল ও হিমবাহের বরফে রূপান্তরিত। তথাপি পেয় জলের অভাব হতো না। কিন্তু অসম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও জল দূষণের কারণে মানুষ বিশুদ্ধ জল ব্যবহার করতে পারছে না। চারদিকে জল দূষণ ও জল সংকট। এখানে দেখা যাক জলদূষণের প্রধান কারণগুলি- ১/ জৈব আবর্জনা নিক্ষেপ নদ- নদী ও জলাশরে কারখানা ও অন্যান্ন স্থান থেকে। ২/ জীবাণুসমূহ জলে মিশে যাওয়া। ৩/ কৃত্রিম জৈব পদার্থ সমূহ নদ ও নর্দমা থেকে নদী ও পুকুরে নিক্ষেপ। ৪/ অজৈব রাসায়নিক পদার্থ জলে মিশে দূষিত করে থাকে। ৫/ জলবাহিত পলি ও তলানি। ৬/ পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্র, তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, ইস্পাত কারখানা, তৈল শোধনাগার পেট্রোকেমিক্যাল কারখানা ও অন্যান্য শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি ঠান্ডা রাখতে প্রচুর প্রাকৃতিক জল ব্যবহৃত হয়। ব্যবহৃত জল, উত্তপ্ত অবস্থায় পুনরায় প্রকৃতিতে ফিরে জল দূষণ ঘটায়। ৭/ নদীতে জলযান চলাচলের ফলেও জলদূষণ হয়।

এরপর আসি মাটি দূষণ বলতে কি বুঝি? মাটির প্রয়োজনীয় উপাদান হ্রাস ও অবাঞ্চিত পদার্থ সমূহের সঞ্চয়। যা বর্তমান উদ্ভিদ জগতের জন্য ক্ষতিকর সেটাই হল মাটিদূষণ। মাটিদূষণ পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান অংশ। নগরারণ ও ব্যাপকহারে জনসংখ্যা বৃদ্ধিই মাটি দূষণের প্রধান কারণ। এছাড়া মাটি দূষণের অন্য কারণগুলি হল: ১/ ভূমিক্ষয়। ২/ রাসামনিক দ্রব্য ও বর্জ্যের স্তূপ। ৩/ অনিয়ন্ত্রিত বৃক্ষচ্ছেদন ও বৃক্ষনিধন। ৪/ অপরিকল্পিত বাঁধ নিমাণ। ৫/ নগরায়ন ও যথেচ্ছ অপরিকল্পিতভাবে আবাসন নির্মাণ। ৬/ চিংড়ি চাষ ও অনিয়ন্ত্রিত কৃষিকাজ।

কেবলমাত্র জল বা মাটি, তেজস্ক্রিয় পদার্থ জীবাণু এরাই পরিবেশকে বিপন্ন করে না। পরিবেশকে অনিয়ন্ত্রিত উচ্চমাত্রার শব্দও বিপন্ন বা দূষিত করে থাকে । শব্দ মাপার একক হল ডেসিবেল। আমরা ২০ ডেসিবেল থেকে ১২০ ডেসিবেল মাপার শব্দ শুনতে পাই। ২০ ডেসিবেলের নিম্নমাত্রায় এবং ১২০ ডেসিমেলের উচ্চ মাত্রায় শব্দ শুনতে পাই না। তবে মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণমাত্রা ৬০ থেকে ৭৫ ডেসিবেল। শব্দের মাত্রা ৭৫ ডেসিবেল অতিক্রম করলেই সেটা শব্দ দূষণের পর্যায় পড়ে।

এই শব্দ দূষণের কারণ হল :

১/ যানবাহণের জোরালো হর্ন যানবাহন চলাচলের শব্দ।

২/ কলকারখানার নির্গত শব্দ।

৩/ অনিয়ন্ত্রিত লাউড স্পিকারের ব্যবহার।

৪/ উড়োজাহাজের শব্দ

৫/ প্রচন্ড জন কোলাহল।

এই বিশ্বকে এই পরিবেশকে আগামী প্রজন্মের বাসযোগ্য করার জন্য বর্তমান প্রজন্মের অনেক দায়িত্ব নিতে হবে। নিতে হবে দায়বদ্ধতা। করতে হবে দূষণের প্রতিকার, করতে হবে বিপন্ন পরিবেশকে সুস্বাস্থ্যকর। নইলে আমরা কখনোই ক্ষমার যোগ্য হতে পারব না। কবির ভাষায়ঃ ‘যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু , নিভাইছে তব আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি রেখেছে ভালো’।

পরিবেশ বাঁচানো মানে জীবন বাঁচানো। তাই সুনির্দিষ্ট দিনে পরিবেশ দিবস উদযাপনের মাধ্যমে পরিবেশ বা প্রকৃতিকে ভালো ও সুস্থ রাখা যাবে না। একে রোজই যত্ন করতে হবে। বিশ্বের প্রতিটি মানুষকে প্রকৃতি এবং পরিবেশের দায়িত্ব নিতে হবে তবেই পরিবেশকে বিপন্নতার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। ‘আমাদের যা প্রয়োজন পৃথিবী সবই আমাদের সরবরাহ করে। তাই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা দিয়ে পৃথিবীর যত্ন নিতে হবে। সকলের প্রচেষ্টায় পৃথিবী ফিরে পেতে পারে তার পুরনো দিন।

মানব সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে পরিবেশ দূষণের সূত্রপাত। আগুন আবিষ্কৃত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা কয়েক ধাপ এগিয়ে গেলেও সূচিত হয় প্রাণের ধাত্রী অক্সিজেনের ধ্বংসলীলা। পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের জন্য সর্বপ্রথম মানুষকে সচেতন করে তুলতে হবে। কলকারখানা, যানবাহন প্রভৃতি আধুনিক জীবনের উপকরণগুলিকে আজ হয়ত সম্পূর্ণরূপে বর্জন সম্ভব নয়। কিন্তু অগ্রগতিকে বজায় রেখে কিভাবে দূষণ রোধ করা যায়, সে বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার ক্ষেত্রে বৃক্ষরোপণ ও বন সংরক্ষণের ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। এ বিষয়ে বিশ্বের প্রতিটি দেশকে সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। প্রতি বছর ৫ ই জুন পরিবেশ দিবস পালন করলেই শুধু হবে না। পরিবেশ দূষণের করাল গ্রাসকে প্রতিহত করার জন্য সকলকে সচেতন থাকতে হবে। মাটি দূষণ ও ক্ষয় রোধ করতে পর্যাপ্ত গাছ লাগাতে হবে। সাথে অপরিকল্পিত নগরায়ন বন্ধ করতে হবে। শব্দ দূষণ রোধে আইনি ব্যবস্থা বলবৎ করতে হবে। অপ্রয়োজনীয় যানবাহন চলাচলে বাধা প্রয়োগ করা দরকার। কলকারখানার সৃষ্ট শব্দের মাত্রা নিয়মিত পরিমাপের ব্যবস্থা করতে হবে। জল দূষণ রোধে অত্যন্ত সজাগ হতে হবে সাধারণ মানুষকে সাথে আইনি পদক্ষেপও নিতে হবে। আবর্জনা, বর্জ্য, রাসায়নিক দ্রব্য, রং ইত্যাদি যাতে কোনো ভাবেই নদ-নদী, পুকুর ইত্যাদিতে না মেশে সবাইকে এবিষয়ে সচেতন হতে হবে। সাথে জলের অপচয়ও রোধ করতে হবে। পারমাণবিক বিষ্ফোরণ ঘটানো বন্ধ করা ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। নদীর জলের খাভাবিক প্রবাহ অব্যাহত রাখা অত্যাবশক। নদীতে যাতে পলি জমতে না পারে সেজন্য নিয়মিত পলি সরানো দরকার।

পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা যেতে পারে যেমন বিভিন্ন পেশাগত জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধের মাধ্যমে, সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি গণপ্রচার মাধ্যমেও সরাসরি সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে আসতে হবে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে। তবেই সম্ভব হবে “বিপন্ন পরিবেশকে বাসযোগ্য করে তোলা। বনাঞ্চলের পরিমাণ বাড়াতে হবে। অবৈধ নির্মাণ, অপ্রয়োজনীয় নির্মাণ রোধ করতে হবে অতি সত্বর। কবির ভাষায় আমাদের শপথ নিতে হবে ঃ **“ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ-**
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাবো জঞ্জাল
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব
আমি নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।”

পরিশেষে বলব অন্তিম লগ্নে পৌঁছে গেছি, শিক্ষিত সমাজকেই এর দায়িত্ব নিতে হবে নইলে আর পথ থাকবে না, থাকবে না আমার আপনার শিশুর বাসযোগ্য কোন মাটি, বৃক্ষ বা নদী। এই সংকটের মুহূর্তে কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায় -

“এই নদী, এই মাটি বড় প্রিয় ছিল এই মেঘ, এই রৌদ্র , এই বাতাসের উপভোগ আমরা অনেক দূরে সরে গেছি, কে কোথায় আছি”। *(লেখিকা পেশায় শিক্ষিকা)*

Vol: 29, Issue: 47, 25 October - 7 November, 2024 পূর্বোত্তর

মনোনয়ন জমা দিলেন তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বৃষ্টির মধ্যেই বিশাল মিছিল নিয়ে মনোনয়ন জমা দিলেন সিতাইয়ের তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। ২৫ অক্টোবর শুক্রবার বিশাল মিছিল নিয়ে দিনহাটা মহকুমাশাসকের দফতরে যান। দিনহাটা শহরের বোর্ডিংপাড়ার মাঠ থেকে তৃণমূল প্রার্থীকে সঙ্গে নিয়ে দলের কর্মী সমর্থকরা মিছিল করে মহকুমা শাসকের দফতর চত্বরে যান। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, দলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, দলের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ, তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি তথা কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুমিতা বর্মণ, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ, প্রাক্তন মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মণ, মহিলা তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুচিস্মিতা দত্ত শর্মা, যুব তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি কমলেশ অধিকারী। মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সঙ্গীতা বলেন, “মানুষের সমর্থন আছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। তিনি আমাকে সিতাইয়ের প্রার্থী করেছেন। মনোনয়নে মিছিলের ঢল দেখলেই বোঝা যায় আমরা জয়ী হতে চলেছি। শুধু জয় নয়, এবারে আমরা রেকর্ড ভোটে জয়ী হব।” ইতিমধ্যেই সিতাই কেন্দ্রে থেকে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন বিজেপির দীপক রায়, ফরওয়ার্ড ব্লকের অরুণ কুমার বর্মা এবং কংগ্রেসের হরিহর রায় সিংহ। গত ১৮ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে মনোনয়নপত্র তোলা ও জমার প্রক্রিয়া। ২৫ অক্টোবর মনোনয়নপত্র জমা ও তোলার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শেষদিন মনোনয়নপত্র জমা দেন তৃণমূল প্রার্থী সঙ্গীতা রায়। তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি প্রাক্তন মন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, “উপনির্বাচনে জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। বড় ব্যবধানে আমাদের প্রার্থী জয়ী হবে সেটা আজকের মিছিলই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার উন্নয়ন করছেন। আর মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই রয়েছেন।” তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, “উপনির্বাচনে বিরোধী বলে কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথাও কোনও দলের পতাকা, ফেস্টুন নেই। আমরা রেকর্ড ভোটে জয়ী হব তা বলে দেওয়া যায়।” সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, “এবারের নির্বাচনে তৃণমূলের যারা বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি রয়েছে তাদের প্রার্থীদের জামানত জব্দ হবে।” দলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ বলেন, “বিজেপি ও বামেদের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছে মানুষ। প্রত্যেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন। এই ভোটে সেটা আবার প্রমাণিত হবে।” “বিজেপি প্রার্থী দীপক রায় অবশ্য বলেন, “সরকারি দলের মিছিলে লোক হবেই। তবে মনোনয়নের মিছিলে যারা ছিলেন তাদের অর্ধেক লোক তৃণমূলকে ভোট দেবেন না।”

উত্তরবঙ্গের মানুষ বেইমান বলে দাবি তৃণমূল নেতার

নিজস্ব সংবাদদাতা: “উত্তরবঙ্গের মানুষ বেইমান”, কলকাতার তৃণমূল নেতৃত্বের করা উক্তি প্রকাশ্যে জানালেন জলপাইগুড়ি জেলার অন্য তৃণমূল নেতা, তীব্র প্রতিবাদ করল বিজেপি। ২৫ অক্টোবর জলপাইগুড়ি সদর ব্লক দুই অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল বিজয় সম্মিলনীর। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক, জেলা সভাপতি থেকে রাজ্যের মুখপাত্র। সেই মঞ্চ থেকেই দলের এসসি, এসটি ও ওবিসি সেলের জেলা সভাপতি কৃষ্ণ দাস জানান, ভোটের ফলাফল দেখে কলকাতার এক নেতা আমাকে বলেছিলেন উত্তরবঙ্গের মানুষ বেইমান।” কলকাতার তৃণমূল নেতার করা এই উক্তি অন্য তৃণমুল নেতার মুখ থেকে প্রকাশ্যে আসার পরেই ক্ষোভে ফেটে পরে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক শ্যাম প্রসাদ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “উত্তরবঙ্গের মানুষ বেইমান নয়, আপনারা বেইমান, আপনারা উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন করেননি। এর আগেও আরেক তৃণমূল নেতা সৌরভ চক্রবর্তী রাজবংশী সম্প্রদায়কে অসম্মান করে বক্তব্য রেখেছিলেন। আমরা এর তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলছি, এরপর তৃণমূল দলের কলকাতার নেতারা গ্রামে-গঞ্জে গেলে ঘেরাও করে জিজ্ঞাসা করা হবে, কেন এসেছেন বেইমান মানুষগুলোর কাছে?”

তিন মাস ধরে পানীয় জল নেই খোবে ফুঁসছে এলাকাবাসী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘ ৩ মাস ধরে নেই পানীয় জল। ক্ষোভে ফুঁসছে এলাকাবাসী। আর এর জেরেই শুক্রবার বিক্ষোভ আন্দোলন করলেন কোচবিহারের ছাট গুড়িয়াহাটি এলাকার বাসিন্দারা। এলাকাবাসীর অভিযোগ দীর্ঘ তিন মাস ধরে জল না পাওয়ায়, জলের সংকটে ভুগছি আমরা। দূর থেকে টেনে এনে জলের সংকট মেটাতে হচ্ছে, এমনকি পয়সা দিয়ে কিনে জল খেতে হচ্ছে, এলাকার স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় জানানোর পরও এখনো কোনো সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ করে জানান গ্রামবাসীরা। আর ঠিক সেই ভোগান্তির কারণেই এদিন বিক্ষোভ করে আন্দোলনের পথে নামলেন তারা। তাদের দাবি অবিলম্বে পিএইচইকে পানীয় জল পরিষেবা দিতে হবে, যদি খুব শীঘ্রই এই পরিষেবা না পাই তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনে আমরা নামতে বাধ্য হবো।

কাঁচা টাকার লোভে লোভেই ঝোঁক বাড়ছে গাঁজা চাষে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: গাঁজার বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান শুরু করেছে পুলিশ ও আবগারি দফতর। গত এক মাস ধরে কোচবিহার জেলার মাথাপালা, চান্দামারি থেকে শুরু করে জেলার বিভিন্ন জায়গায় হাজার বিঘের উপরে জমির গাঁজা গাছ কেটে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, গাঁজা চাষের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চলবে। গাঁজা চাষের সঙ্গে যুক্ত এক ব্যক্তির দাবি, এক বিঘে জমিতে ধান চাষ করে লাভ হয় পাঁচ থেকে ছয় হাজার টাকা। আর এক বিঘা জমিতে গাঁজা চাষ করে লাভ হয় ৬ থেকে ৭ লক্ষ টাকা। গাঁজার মান ভালো হলে সেই লাভের পরিমাণ আরও বেড়ে যায়। আর এখানেই কোচবিহারে গাঁজা চাষের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছে বাসিন্দাদের একটি অংশকে। ফি বছর বিঘের পর বিঘে জমির গাঁজা খেত কেটে নষ্ট করে আগুন ধরিয়ে দেয় পুলিশ ও আবগারি দফতর। মামলা হয় অনেকের নামে, গ্রেফতারও হয়। তারপরেও ঝুঁকি নিয়ে রাজেনরা প্রতি বছর গাঁজা চাষ করেন। সেই গাঁজা ব্যাগ-বন্দি হয়ে চলে যায় ভিনরাজ্যে। আবগারি দফতরের গাঁজা চাষ হয় দুই সময়ে। একটিকে বলা হয় ‘আষারি’, অপরটি ‘হেমতি’। ভালো মানের যে গাঁজা তা হয় আষার মাসেই। ‘হেমতি’র চাষ শুরু হয় আরও তিন মাস পিছিয়ে। ইদানিং ‘মণিপুরি’ গাঁজার চাষও শুরু হয়েছে কোচবিহারে। ওই গাঁজার দাম সব থেকে বেশি। কিন্তু কোচবিহারের মাটিতে মণিপুরি গাঁজার চাষ ততটা সফল হচ্ছে না। চার থেকে পাঁচ মাসের মধ্যেই ‘গাঁজা’ গাছ পরিণত হয়। এরপরে সেই গাছ তুলে নেওয়া হয়। গাঁজা চাষিদের কয়েকজন জানিয়েছেন, গাঁজার জন্য উপযুক্ত বেলে ও দোয়াশ মাটি। যা নদী সংলগ্ন এলাকাতে বেশি পাওয়া যায়। তোর্সা, মানসাই, ধরলা, কালজানি নদীর দুই ধারের জমিতে গাঁজা চাষ কোচবিহারে। এক বিঘে জমিতে এক হাজারের বেশি চারা রোপণ করা হয়। তার মধ্যে কিছু চারায় ফুল আসে। তাতে গাঁজা ভালো হয় না। সেই গাছ জমি থেকে তুলে দিতে হয়। তারপরেও এক বিঘা জমিতে পাঁচ শতাধিক গাছ থেকে। একটি গাছ থেকে চার থেকে পাঁচ কেজির গাঁজা তৈরি হয়। আবার কিছু গাছ থেকে পরিমাণে কম পাওয়া যায়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছোট শালবাড়ির এক চাষির কথায়, “এক বিঘে জমিতে ধান বা ভুট্টা চাষ করলে যা লাভ হয় তা দিয়ে ভালোভাবে চলা কঠিন। এক বছরের জন্যেও যদি এক বিঘা জমিতে সফল ভাবে গাঁজা চাষ করতে পারি তাহলে জীবনযাত্রা পাল্টে যাবে।”

শাসককে পেছনে ফেলে প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: সবাইকে পেছনে ফেলে প্রার্থী নির্বাচনে এগিয়ে গেল বিজেপি। ১৯ অক্টোবর শনিবার বিজেপির প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়। কোচবিহারের সিতাইয়ের উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে দীপক রায়কে। একসময় বাম তথা ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ছিলেন দীপক। ২০১৬ সালে বিজেপিতে যোগ দেন। বাম ও বিজেপির হয়ে পর পর নির্বাচনে কখনও সফলতা পাননি দীপক। কিন্তু দক্ষ সংগঠক ও স্বচ্ছ ভাবমূর্তির মানুষ হিসেবে দীপকের পরিচয় রয়েছে। পেশায় হাইস্কুলের শিক্ষক দীপক ২০২১ সালের নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়াকে জোর টক্কর দিয়েছেন। শেষপর্যন্ত দশ হাজার ভোটে দীপককে হারিয়ে জয়ী হন জগদীশ। এবারে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সাংসদ হয়েছেন জগদীশ। তাই সিতাই আসনে ফের নির্বাচন হচ্ছে। এবারেও দীপককে টিকিট দিল বিজেপি। এর আগে বামেদের হয়ে ২০১১ সালে সিতাই বিধানসভায় এবং ২০১৬ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে লড়াই করেন দীপক। দীপক বলেন, “জয়ের জন্যেই লড়াইয়ে নেমেছি। দল ভরসা করেছে। তা মাথায় রেখেই লড়াই হবে।” তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া বলেন, “তৃণমূল যাকেই প্রার্থী করুক আমরা রেকর্ড ভোটে জয়ী হব।” সিতাই উপনির্বাচনের প্রার্থী পদের জন্য নয় জনের নাম প্রস্তাব আকারে রাজ্যে পাঠিয়েছিল কোচবিহার জেলা বিজেপি। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তার মধ্যে থেকে দীপককে বাছাই করে সিলমোহর দেয় বিজেপির রাজ্য কমিটি। শাসক দল তৃণমূলেরও প্রার্থী ঘোষণা না হলেও যারা জোর আকারে প্রচারে নেমেছে সিতাইয়ে। শনিবার স্বামী বিজ্ঞানানন্দ মহারাজের সঙ্গে দেখা করেন তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। দ্বিতীয় দিনেও কোনও মনোনয়নপত্র জমা পড়েনি সিতাই উপনির্বাচনে। বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি সুকুমার রায় বলেন, “সবরকম প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এবারে জোর লড়াই হবে সিতাইয়ে।” নির্বাচনের আর বেশি দিন নেই। মনোনয়ন জমার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে। দ্বিতীয় দিনেও অবশ্য কোনও মনোনয়ন জমা পড়েনি। শাসক-বিরোধী সবদলেই এখন প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে ব্যস্ততা তৈরি হয়েছে। সিতাই বরাবর রাজ্যের শাসক দলের শক্ত ঘাঁটি বলে পরিচিত। ওই কেন্দ্র পর পর দু’বার তৃণমূলের জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া জয়ী হন। এবারে তিনি কোচবিহারের সাংসদ পদে জয়ী হয়ে বিধানসভা থেকে পদত্যাগ করেন। তাতেই ওই আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে। উপনির্বাচন হলেও ওই বিজেপি ওই আসনে কোমর বেঁধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি নিচ্ছে। বিজেপি মনে করছে, আরজি কর নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে যে ভাবে একের পর এক অভিযোগ উঠেছে তাতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বেড়েছে। সেই ক্ষোভকে হাতিয়ার করেই এগোতে চাইছেন তারা। শনিবার সিতাইয়ের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ বিজ্ঞানানান্দ তীর্থ মহারাজের সাথে দেখা করেন কোচবিহারের তৃণমূল সাংসদ জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। দিন কয়েক আগে স্বামী বিজ্ঞানানন্দকে হেনস্থার অভিযোগ উঠেছিল বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ নগেন্দ্র রায় তথা অনন্ত মহারাজের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহের মাধ্যমে ওই স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সঙ্গে কথা বলেন। সাংসদ জগদীশ বলেন, “বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ সিতাইয়ের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমের মহারাজের সাথে যে ব্যবহার করেছেন সেটা কখনোই কাম্য নয়। আমরা তাঁর পাশে আছি।” এদিন গোসানিমারিতে সভা করে তৃণমূল।

থানায় থানায় বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনার প্রতিবাদ সহ একাধিক দাবিকে সামনে রেখে কোচবিহারের একাধিক থানার সামনে বিক্ষোভ দেখালেন কংগ্রেস কর্মীরা। ১৯ অক্টোবর কোচবিহারের কোতয়ালি, দিনহাটা, সাহেবগঞ্জ, সিতাই, মাথাভাঙা, মেখলিগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস কর্মীরা। দলের পক্ষ থেকে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। এদিন কংগ্রেসের ওই ডেপুটেশনে কোতয়ালি থানায় উপস্থিতি ছিলেন কংগ্রেসের কোচবিহার জেলার কার্যকরী সভাপতি রবিন রায়, দিনহাটায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতা আজিজুল হক। রবিন রায় বলেন, “বেশ কয়েক মাস ধরেই গোটা রাজ্য জুড়ে একাধিক জায়গায় নারী নির্যাতন খুন ধর্ষণের মত ঘটনা ঘটেছে। আরজি করের ঘটনা গোটা বাংলা তো বটেই দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাজ্য প্রশাসন কোনো রকম পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তৃণমূলের শাসনকালে গোটা রাজ্যজুড়ে শুধু নারী নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার।”

কল্যাণ জুয়েলার্সের নতুন শোরুম এখন আসানসোলে

আসানসোল: কল্যাণ জুয়েলার্স, ভারতের একটি বিশ্বস্ত জুয়েলারি ব্র্যান্ড ভারতীয়, পশ্চিমবঙ্গের আসানসোলে একটি নতুন শোরুম খুলেছে, শহরে এই শুভ যাত্রাকে চিহ্নিত করতে শোরুমটি উদ্বোধন করেছেন বলিউড তারকা সোনাক্ষী সিনহা। শো-রুমটি কল্যাণ জুয়েলার্সের সংগ্রহ থেকে বিস্তৃত ডিজাইনের প্রদর্শন করে। ইভেন্টটি পশ্চিমবঙ্গের নয়টি স্থান জুড়ে ব্র্যান্ডের উপস্থিতি প্রদর্শন করে একটি বিশাল ভিড় ক্যাপচার করেছে, বিশেষ করে তারকাকে দেখার জন্য এখানে অনুরাগীদের ভীড় উপচে পড়েছিল। এই মুগ্ধ জনতার উদ্দেশে বলিউড তারকা সোনাক্ষী সিনহা জানিয়েছেন, "বিশ্বাস, স্বচ্ছতা এবং গ্রাহককেন্দ্রিকতার জন্য পরিচিত এই ব্র্যান্ড কল্যাণ জুয়েলার্সের নতুন শোরুমের উদ্বোধন করতে পেরে আমি সম্মানিত। আমি আশা করছি যে পৃষ্ঠপোষকরা ব্র্যান্ডটিকে উষ্ণভাবে স্বাগত জানাবেন এবং পরিষেবা-সমর্থিত কেনাকাটার অভিজ্ঞতা উপভোগ করবেন।" এই লঞ্চটি ধনতেরাস, দীপাবলি, কালী পূজা এবং লক্ষ্মী পূজার উৎসবের সাথে বছরের সবথেকে শুভ সময়ের সূচনা করেছে, কারণ ব্র্যান্ডের লক্ষ্য হল এই উৎসবের মরসুমে সোনা কেনার সাংস্কৃতিক কাজে লাগিয়ে এই অঞ্চলের পৃষ্ঠপোষকদের কাছে উন্নত পরিষেবার সাথে কেনাকাটার অভিজ্ঞতা অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা।

লঞ্চ উদযাপনের সাথে সাথে কল্যাণ জুয়েলার্স অনেকগুলি অফারের ঘোষণা করেছে, যা গহনা কেনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় অফার করবে। দিওয়ালি বোনানজা অফারের অধীনে গ্রাহকরা সাধারণ সোনার গহনার জন্য ৫০%, প্রিমিয়াম পণ্যগুলিতে ৩০%, মন্দির এবং প্রাচীন গহনাগুলির জন্য ৪০% এবং ৩০ গ্রামের কম আইটেমের জন্য ২৫% পর্যন্ত সাশ্রয় করতে পারেন।

কল্যাণ জুয়েলার্স পৃষ্ঠপোষকদের একটি ৪-স্তরের নিশ্চয়তা শংসাপত্র প্রদান করে, যা বিশুদ্ধতা, আজীবন রক্ষণাবেক্ষণ, বিশদ পণ্যের তথ্য এবং স্বচ্ছ বিনিময় এবং বাই-ব্যাক নীতি নিশ্চিত করে। কল্যাণ জুয়েলার্সের নতুন শোরুমে রয়েছে একটি ব্রাইডাল জুয়েলারির অসাধারণ লাইন যা ভারত থেকে তৈরি করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে তেজস্বী, মুদ্রা, নিমাহ, গ্লো, জিয়া, আনোখি, অপূর্ব, অন্তরা, হেরা, রঙ এবং সম্প্রতি চালু হওয়া লীলার মতো জনপ্রিয় হাউস ব্র্যান্ডের একচেটিয়া বিভাগ।

আইটিসি সানফিস্ট-এর মমস ম্যাজিক 'উইল অফ চেঞ্জ' উদ্যোগ

শিলিগুড়ি: আইটিসি সানফিস্ট মমস ম্যাজিক তার নতুন প্রচারাভিযান, 'উইল অফ চেঞ্জ' লঞ্চ করেছে। এই ক্যাম্পেইন চরম বাস্তবতাকে তুলে ধরেছে, যেখানে দেখানো হয়েছে ভারতে উইলের মাধ্যমে মাত্র ৭% কন্যা সন্তান সমান উত্তরাধিকার পায়।সানফিস্ট মমস ম্যাজিক পরিচালিত এই গবেষণা উত্তরাধিকারে মর্মান্তিক বৈষম্যের কথা প্রকাশ করে। যা আবারও বিশ্বাস করতে বাধ্য করে "বেটিয়া পরায়া ধন হোতি হ্যায়"।

আলী হারিস শের, সিওও, বিস্কুট অ্যান্ড কেক ক্লাস্টার, ফুডস ডিভিশন, আইটিসি লিমিটেড, জোর দিয়ে বলেছিলেন, "যে মায়েরা অন্যায় আচরণের সম্মুখীন হয়েছেন, তারাই তাদের মেয়েদের জন্য পরিবর্তন আনতে পারবেন। তাই আমরা মায়েদের সমান উত্তরাধিকার নিশ্চিত করতে এবং তাদের #মমঅফচেঞ্জ হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করি।" ক্যাম্পেইনে শেফালি শাহ এবং মনীশ চৌধুরী অভিনীত একটি মর্মস্পর্শী চলচ্চিত্র দেখানো হয়েছে, যা উত্তরাধিকারের সিদ্ধান্তে কন্যাদের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা তুলে ধরে। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য মায়েদের মধ্যে পরিবর্তন আনা। একটি ব্র্যান্ড হিসাবে, সানফিস্ট মমস ম্যাজিক বিশ্বাস করে যে একজন মা যেমন নরম তেমনি তার মধ্যে অপারশক্তি রয়েছে। যা দিয়ে তারা সন্তানের ভালোর পথে বাধা সৃষ্টি করা পক্ষপাতের সঙ্গে লড়াই করতে পারেন। 'উইল অফ চেঞ্জ' উদ্যোগের মাধ্যমে, মমস ম্যাজিক সমাজের এই বদ্ধমূল পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে পরিবর্তন আনার দায়িত্ব নিতে মায়েদের অনুপ্রাণিত করে।

নারী শক্তিকে উদযাপন করে নতুন ক্যাম্পেইন "আমি শক্তি" লঞ্চ করেছে অ্যাভন

শিলিগুড়ি/কলকাতা: দুর্গাপূজা ও দীপাবলির এই পবিত্র মুহূর্তে অ্যাভন ইন্ডিয়া, দেবী দুর্গা এবং লক্ষ্মীর ঐশ্বরিক শক্তিকে উদযাপন করে অসাধারণ নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তার নতুন ক্যাম্পেইন "আমি শক্তি" লঞ্চ করেছে। এটি অ্যাভন প্রতিনিধিদের স্থিতিস্থাপকতা, নেতৃত্ব এবং সংকল্পকে তুলে ধরে, যারা দেবীতুল্য অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। ১৩৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে, অ্যাভন একটি সৌন্দর্য এবং ক্ষমতায়ন ব্র্যান্ড হিসেবে নারীদের নিজস্ব শক্তিকে উদযাপন করে।

এই উৎসবের মরসুমে কোম্পানি তার এই নতুন "আমি শক্তি" প্রচারণার মাধ্যমে নারীদের অনুপ্রেরণামূলক গল্পগুলি তুলে ধরেছে, যারা কেবল ব্র্যান্ডের প্রতি সমর্থনই করেননি বরং তাদের জীবন এবং সম্প্রদায়কে পরিবর্তন করেছে। কোম্পানি, এই নারীদের ভেতরের দেবীকে জাগিয়ে তোলার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে নিজেদের মধ্যে দুর্গার শক্তি এবং লক্ষ্মীর প্রাচুর্যকে উদযাপন করার আহ্বান দিয়েছে।

এই বিষয়ে অ্যাভন ইন্ডিয়ার জিএম মার্কেটিং স্নিগ্ধা সুমন জানিয়েছেন, "এই প্রচারাভিযানটি সেইসব নারীদের উদযাপন করে যারা পরিবর্তনকে অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের শক্তিকে সম্মান জানায়। আমরা কেবল অ্যাভনের প্রতিনিধি হিসেবে নয় বরং নিজেদের এবং চারপাশের মানুষদের জীবন পরিবর্তনকারী গল্পকার হিসেবে তাদের দুর্গা এবং লক্ষ্মীর মতো গুণাবলিকে উদযাপন করি।"

একসঙ্গে উৎসব আলিঙ্গনে ইচ্ছুক কলকাতার ৯৩% যুগল, সমীক্ষা বাম্বলের

কলকাতা: বাম্বলের একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষায় উঠে এসেছে কলকাতার যুগলদের উৎসব উদযাপনের গল্প। উত্তরদাতাদের ৯৩% বিশ্বাস করেন যে উৎসবের ঋতু উদযাপনের জন্য সমানভাবে প্রয়োজন পার্টনারের পাশে থাকা। তারা জানিয়েছে, উৎসবের প্রস্তুতিতে পার্টনারের সমান অবদান এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। যা সিটি অফ জয়ের একটি বৃহত্তর পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যেখানে যুগলদের সম্পর্কে সহযোগিতার বোধ বেড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ৩৮% সমানভাবে দায়িত্ব ভাগ করে নেওয়া পছন্দ করে। ৪৮% ট্রাভেলের চেয়ে স্থানীয় উৎসব বেছে নিতে চেয়েছেন এবং ৩৭% বিশ্বাস করে কাজে সমান অবদান সম্পর্কের বাঁধন শক্তিশালী করে।

প্রচেতা মজুমদার, ভারতে বাম্বলের সিনিয়র মার্কেটিং ম্যানেজার, বলেছেন, "কলকাতার যুগলরা সমান পার্টনারশিপে বিশ্বাসী এবং আমরা তাদের স্থানীয় ঐতিহ্যকে পাশে রেখে শক্তিশালী বন্ধন গড়ে তুলতে দেখে আনন্দিত।"

রুচি রুহ, বাম্বলের ইন্ডিয়া রিলেশনশিপ এক্সপার্ট, উৎসবের মরশুমে কিছু ডেটিং টিপস শেয়ার করেছেন:

1. উৎসবের মরশুমে একসঙ্গে করুন মার্কেট হান্ট
2. তৈরি করুন আপনাদের নিজস্ব উৎসবের ঐতিহ্য
3. বাড়িতে রাখুন ফেস্টিভ ডেট নাইট
4. জমে উঠুক ফেস্টিভ ফটোশুট

বাম্বলের সমীক্ষাটি সেন্সাসওয়াইড দ্বারা পরিচালিত। ১৬ থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সালে করা এই সমীক্ষায় অংশ নেন ১৮-৪৩ বছর বয়সী ২০০৪ জন।

টাটা মোটরসের 'কাস্টমার কেয়ার মহোৎসব' লঞ্চ, দেশব্যাপী কর্মসূচি

মুম্বই: ভারতের বৃহত্তম বাণিজ্যিক যানবাহন প্রস্তুতকারক, টাটা মোটরস, তার কাস্টমার কেয়ার মহোৎসব ২০২৪ চালু করার কথা ঘোষণা করেছে। যা শুরু হবে ২৩ অক্টোবর চলবে ২৪ ডিসেম্বর, ২০২৪ পর্যন্ত। এই অনন্য এবং ভ্যালু অ্যাডেড কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে দেশ জুড়ে ২৫০০ টিরও বেশি অনুমোদিত পরিষেবা আউটলেটে।

এই উৎসবে আলোচনার জন্য ফ্লিট মালিক এবং ড্রাইভারদের একত্রিত করা হবে। গ্রাহকরা প্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদদের দ্বারা যানবাহন চেক-আপ করাতে পারবেন এবং ভ্যালু অ্যাডেড পরিষেবার অ্যাক্সেস পাবেন। ড্রাইভাররা নিরাপদ এবং জ্বালানি-দক্ষ ড্রাইভিং অনুশীলনের উপর ব্যাপক প্রশিক্ষণ পাবেন। পাশাপাশি এর 'সম্পূর্ন সেবা ২.০' উদ্যোগের অধীনে উপযুক্ত অফারও পাবেন।

কাস্টমার কেয়ার মহোৎসব ২০২৪ এডিশন শুরু করে মি গিরিশ ওয়াঘ, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, টাটা মোটরস বলেছেন, "আমরা এই বছর কাস্টমার কেয়ার মহোৎসব ফিরিয়ে আনতে পেরে আনন্দিত। ২৩ অক্টোবর থেকে যা শুরু হচ্ছে। এই দিনটি আমাদের জন্য একটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে কারণ আমরা ১৯৫৪ সালে আমাদের প্রথম বাণিজ্যিক গাড়িটি এই দিনেই বিক্রি করেছিলাম। এখন আমরা এই দিনটিকে কাস্টমার কেয়ার ডে হিসেবে পালন করি।"

সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের সাপোর্ট সহ শাওমি ইন্ডিয়ার অনন্য প্রয়াস

কলকাতা: শাওমি ইন্ডিয়া, একটি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ সাপোর্ট ফিচার চালু করেছে, যার লক্ষ্য প্রযুক্তিকে সকলের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা, বিশেষ করে শ্রবণ এবং বাক-প্রতিবন্ধী ব্যবহারকারীদের জন্য। এই নতুন পরিষেবাটি একটি নির্বিঘ্ন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক গ্রাহক অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করবে।

বর্তমানে কোম্পানি, ইংরেজি এবং হিন্দি এই ভাষাতেই উন্নত সহায়তা প্রদানের জন্য একটি সাংকেতিক ভাষা দোভাষীদের একটি দলে বিনিয়োগ করেছে। এই সুবিধাটি ব্যবহারকারীদের যোগাযোগ ব্যবস্থায় একটি নতুন যুগের সূচনা করেছে।

শাওমি, তার কাস্টমার কেয়ারের মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ - এ একটি সাংকেতিক ভাষা সমর্থন অফার করেছে, যা গ্রাহকদের ভার্চুয়াল পরামর্শের জন্য অনুরোধ করতে এবং নির্ধারিত সেশনের জন্য একটি ভিডিও লিঙ্ক পাওয়ার অনুমতি দেয়। পরিষেবাটি বছরের ৩৬৫ দিনই কার্যকর থাকবে, যা সোমবার থেকে রবিবার উপলব্ধ, এবং দোভাষীদের একটি নিবেদিত দল দ্বারা কর্মরত।

কোম্পানি, মানব সংযোগ উন্নত করতে এবং সকলের জন্য অ্যাক্সেস বাড়ানোর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নতুন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ ফিচার পরিষেবাটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রযুক্তির দিকে একটি নতুন ধাপের সৃষ্টি করেছে। প্রযুক্তিতে বিশ্বব্যাপী নেতা হিসেবে, শাওমি অ্যাক্সেসিবিলিটি বৈশিষ্ট্য প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শাওমি গ্রাহক সহায়তার সাথে একটি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য এখানে - https://www.mi.com/in/support/ একটি ভিডিও কল করতে পারেন।

আর্থিক বছর ২৫-এ পজিটিভ রিপোর্ট বালু ফোর্জ ইন্ডাস্ট্রিজের

কলকাতা: বালু ফোর্জ ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (বিএফআইএল), নেতৃস্থানীয় প্রিসিশন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি অর্থবছর-২৫-এ তার আর্থিক ফলাফলের রিপোর্ট প্রকাশ করেছে। রিপোর্ট অনুযায়ী গত বছরের তুলনায় এবছর রাজস্ব বেড়েছে ৬০%, হয়েছে ₹২২২৮.৭ এমএন। পিএটি বেড়েছে ১০৬.৯% হয়েছে ₹৪৮১.৪ এমএন। ১১৬.৫% ইবিআইটিডিএ বেড়ে হয়েছে ৬৫২.২ এমএন। ১০৬.৫% মোট আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮১.৬ এমএন-এ। (টাকার হিসেব Mn -এ)

কোম্পানির এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, মিঃ ত্রিমান চন্দক, বলেছেন, "ইন্ডিয়ান প্রিসিসন ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডাস্ট্রি এবার উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির জন্য প্রস্তুত, কারণ কোম্পানিগুলি এবার চাইনা প্লাস ওয়ান স্ট্র্যাটেজি নিয়ে চলছে। আমরা এই গতিকে কাজে লাগাতে সক্ষমতায় বিনিয়োগ করছি, শক্তিশালী বৃদ্ধির জন্য নিজেদের অবস্থান তৈরি করছি।"

বিএফআইএল এর আর্থিক বছর-২৫-এর কর্মক্ষমতা বাড়ার পেছনে প্রধান কারণ হল ক্লায়েন্ট সংযোজন এবং বিশেষ প্রকৌশলী পণ্যের চাহিদা থেকে শক্তিশালী রাজস্ব বৃদ্ধি করা, ইবিআইডিটিএ মার্জিন সম্প্রসারণ ইত্যাদি। এটি ইতিমধ্যে একটি পজিটিভ ক্যাশ ফ্লো কোম্পানি হয়ে উঠেছে। তার কার্যকরী মূলধন চক্রের দিন সংখ্যা ১৩৭ দিন থেকে কমিয়ে ১০৬ দিন করেছে, কোম্পানির সরবরাহ চেইন বেড়েছে। বিএফআইএল তার কর্মী বাহিনীকে প্রসারিত করছে, গবেষণা ও উন্নয়নে মনোযোগ দিয়েছে এবং নতুন পণ্য উৎপাদনের সেক্টর খুঁজছে।

আর্থিক কর্মক্ষমতার ঘোষণা করেছে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক

কলকাতা: উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্ক, এই বছরের ষ হওয়া ত্রৈমাসিকের জন্য ৩০ সেপ্টেম্বরে তার আর্থিক কার্যকারিতার ঘোষণা করেছে। এর গ্রস লোন বুক ৩০,৩৪৪* কোটি টাকা পর্যন্ত বেড়ে ১৪% (YoY)/ ১% (QoQ) দাড়িয়েছে। এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসের হিসাবে ৩৪.৯% হয়েছে যা ২০২৪ এর জুন মাসের হিসাবে ৩১.৩% সুরক্ষিত বই ছিল। Q2FY25 - এ ৫,৩৭৬ কোটিতে বিতরণ ৬% কম (YoY) এবং ২% বেড়েছে (QoQ)। ২৪ সেপ্টেম্বরে সংগ্রহের দক্ষতা ~৯৭% পৌঁছেছিল; এনডিএ সংগ্রহ ধারাবাহিকভাবে ~৯৯% হয়েছে। পোর্টফোলিও ঝুঁকিতে*৫.১% এ সেপ্টেম্বর'২৪ অনুযায়ী; GNPA* সেপ্টেম্বর'২৪ অনুসারে ২.৫% বনাম জুন'২৪ অনুসারে ২.৩%; NNPA* সেপ্টেম্বর'২৪ অনুযায়ী ০.৬% বনাম জুন'২৪ অনুযায়ী ০.৪%। Q2FY25 রাইট-অফ ১৪০ কোটি টাকা হয়েছে; যা এই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত প্রভিশন কভারেজ অনুপাত ৭৮%# পর্যন্ত হয়েছে। ১৭% (YoY)/৫% (QoQ) বেড়ে ২০২৪ -এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩৪,০৭০ কোটিতে আমানতে বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে CASA ৮,৮৩২ কোটিতে ২৬% (YoY); CASA অনুপাত ২০২৪ -এর সেপ্টেম্বরে ২৫.৯% হয়েছে, যা ২০২৪ -এর জুনে ২৫.৬% ছিল। খুচরা TD^ ১৫,৯১৪ কোটি টাকাতে পৌঁছায়, এবং ৩৫% (YoY)/২% (QoQ) পর্যন্ত বেড়েছে। উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাঙ্কের এমডি ও সিইও সঞ্জীব নৌটিয়াল বলেছেন, "উজ্জীবন সবসময়ই শক্তিশালী এবং সফলভাবে শিল্পে হেডওয়াইগেট করে আসছে। একইভাবে, আমাদের স্থিতিস্থাপক ব্যবসায়িক মডেল এবং অন-গ্রাউন্ড পরিস্থিতির সঠিক অধ্যয়ন আমাদের সবসময় এই ধরনের সমস্যাগুলিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে সনাক্ত এবং পরিচালনা করার জন্য আরও ভালভাবে প্রস্তুত রেখেছে।"

পশ্চিমবঙ্গে উপস্থিতি বাড়াতে মাহিন্দ্রা ট্রাক এবং বাসের নতুন পদক্ষেপ

পুনে: ২০২৪ এর আর্থিক বছরে ৪৬% পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধির সাথে মাহিন্দ্রার ট্রাক অ্যান্ড বাস ডিভিশন (এমটিবিডি) পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায় একটি নতুন ডিলারশিপ লঞ্চ করার ঘোষণা করেছে। এটি ১৪ টি সার্ভিস বে, ড্রাইভার থাকার ব্যবস্থা, ২৪-ঘন্টা ব্রেকডাউন সহায়তা সহ অ্যাডব্লুর উপলব্ধতা অফার করেছে।

এই নতুন পদক্ষেপের বিষয়ে বিনোদ সহায়, প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান ক্রয় কর্মকর্তা - এএফএস, প্রেসিডেন্ট - এরোস্পেস অ্যান্ড ডিফেন্স সেক্টর, প্রেসিডেন্ট - এমটিবিডি & সিই, গ্রুপ এক্সিকিউটিভ বোর্ডের সদস্য, জানিয়েছেন, "ভারতীয় সিভি বাজারে এমটিবিডি -এর তৃতীয় স্থান প্রাপ্ত করতে পারা আমাদের জন্য একটি গর্বের বিষয়, এই নতুন ডিলারশিপে আমরা BLAZO X, FURIO, OPTIMO, JAYO ILCV, এবং CRUZIO রেঞ্জের ট্রাক এবং বাসগুলি প্রবর্তন করেছি। একইসাথে আমরা প্রযুক্তিগত দক্ষতার সাথে যুক্ত হয়ে ট্রাকের BS6 OBD II রেঞ্জের জন্য "আরো মাইলেজ পান নয়ত ট্রাক ফেরত দিন" মাইলেজ গ্যারান্টি চপ্রবর্তন করেছি, যা গ্রাহকদের অতুলনীয় মূল্যের প্রতিশ্রুতি দেবে।"

মাহিন্দ্রর BLAZO X, FURIO, OPTIMO, এবং JAYO হল ভারতে একমাত্র সিভি ট্রাক পরিসর যা জ্বালানী দক্ষতা সহ দ্বিগুণ পরিষেবা গ্যারান্টি অফার করে। কোম্পানির এই এমটিবিডি ব্রেকডাউন পরিষেবাটি আপটাইম গ্যারান্টি দেয়, রাস্তায় ৪৮-ঘন্টা রিটার্ন বা ১০০০/- দৈনিক পেমেন্ট সহ। এমনকি, তারা ডিলার ওয়ার্কশপে ৩৬-ঘন্টার টার্নঅ্যারাউন্ড বা ৩০০০/- টাকা দৈনিক পেমেন্ট অফার করে।

মালদায় চালু হল মাহিন্দ্রা ফার্স্ট চয়েস-এর 'কার-অ্যান্ড-বাইক সিলেক্ট'

মালদা: মাহিন্দ্রা ফার্স্ট চয়েস-এর 'কার-অ্যান্ড-বাইক সিলেক্ট' (car&bike Select) আনুষ্ঠানিকভাবে ঝাংরার নারায়ণপুরে তাদের প্রথম ব্যবহৃত গাড়ির দোকান, কার-অ্যান্ড-বাইক সিলেক্ট চালু করেছে। দ্য অটো মার্শালের সঙ্গে অংশীদারিত্বে এই স্টোরটি হুন্ডাই, মারুতি, হোন্ডা, টাটা, মাহিন্দ্রা ও টয়োটার মতো জনপ্রিয় ব্র্যান্ডের প্রত্যয়িত প্রাক-মালিকানাধীন যানবাহনগুলির বিস্তৃত সংগ্রহ সরবরাহ করবে।

গ্রাহকরা গ্যারান্টিযুক্ত বাইব্যাক, 'কম্প্রিহেন্সিভ' ২ বছরের ওয়ারেন্টি এবং বিনামূল্যে হোম টেস্ট ড্রাইভের জন্য অনলাইনে গাড়ি রিজার্ভের সুবিধা নিতে পারবেন।

মাহিন্দ্রা ফার্স্ট চয়েস হুইলস লিমিটেডের এমডি ও সিইও মোহাম্মদ তুরা ঐতিহ্যবাহী শোরুম পরিষেবার সঙ্গে ডিজিটাল সুবিধার সমন্বয়ে 'সুপিরিয়র কার-বায়িং এক্সপিরিয়েন্স' প্রদানের জন্য এই স্টোরের প্রতিশ্রুতির কথা জানিয়েছেন। নতুন স্টোরটির লক্ষ্য এই অঞ্চলে পার্সোনাল ভেহিকেলের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মেটানো, মালদার বাসিন্দাদের তাদের গাড়ি কেনার ক্ষেত্রে একটি 'রিলায়েবল পার্টনার' এনে দেওয়া।

কলকাতায় প্লগ রানের আয়োজনে পেপসিকো ও সোশ্যাল ল্যাব

কলকাতা: পেপসিকো ইন্ডিয়া এবং দ্য সোশ্যাল ল্যাব- এর সহযোগিতায়, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায় প্লগ রানের ষষ্ঠতম সংস্করণের আয়োজন করেছে। এটি একটি 'অগ্রগতির অংশীদারিত্ব', যা সম্মিলিত পদক্ষেপের জন্য সম্প্রদায়কে একত্রিত করে ফিটনেস এবং স্থায়িত্বের প্রচার করে। উদ্যোগটি, ভারত সরকারের স্বচ্ছ ভারত মিশনের সাথে সংযুক্ত, স্বেচ্ছাসেবকরা জগিং করার সময় প্লাস্টিক বর্জ্য সংগ্রহ করার বিষয়ে স্থানীয়দের মনে সচেতনতার প্রদীপ জ্বালাচ্ছে। এই প্লগ রানে, ২০০ জনেরও বেশি অংশগ্রহণকারী উপস্থিত ছিল, যাদের মধ্যে ছিলেন অমৃতা বর্মণ রায়, এসডিও, সদর, হাওড়া জেলা, এবং শ্রী বুদ্ধদেব ব্যানার্জি, ডেপুটি জিএম, জেলা শিল্প কেন্দ্র, হাওড়ার মতন বিশস্য ব্যক্তিবর্গ। এদিন, ৩৬০ কিলোগ্রামেরও বেশি বর্জ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্য আলাদা করে পুনর্ব্যবহার করা হবে। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানা জুড়ে এই বছরের প্লগ রান আয়োজিত করা হয়েছ। প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং দায়িত্বশীল পুনর্ব্যবহার সম্পর্কে সম্প্রদায়কে শিক্ষিত করার জন্য এই উদ্যোগে শত শত স্বেচ্ছাসেবককে জড়িত করা হয়েছে। উদ্যোগটি পেপসিকো ইন্ডিয়ার টেকসই প্রচেষ্টার সাথে সারিবদ্ধ, বরুণ বেভারেজ লিমিটেড, ডেকাথলন, মারেঙ্গো এশিয়া হসপিটালস, গেটোরেড এবং কোয়াকারের মতো অংশীদাররা এই কারণকে সমর্থন করছে। শ্রীমতী অমৃতা বর্মন রায়, এসডিও, সদর, হাওড়া জেলা এই উদ্যোগের জন্য পেপসিকো ইন্ডিয়া এবং এর অংশীদারদের প্রশংসা করে জানিয়েছেন, "হাওড়ায় প্লগ রান হল একটি সম্প্রদায়-চালিত উদ্যোগ যা পরিচ্ছন্নতা এবং পরিবেশগত দায়িত্বের প্রচার করে। টেকসই উন্নয়নের জন্য একটি পরিষ্কার, স্বাস্থ্যকর জীবনধারার গুরুত্বপূর্ন। আমরা পেপসিকো ইন্ডিয়া এবং সোশ্যাল ল্যাব-এর অংশীদারিত্বের জন্য গর্বিত।"

বিশ্ব পোলিও দিবসে পোলিওর বিরুদ্ধে লড়াই

কলকাতা: এই বিশ্ব পোলিও দিবসে, পোলিওমাইলাইটিস ক্রমাগত হুমকির সৃষ্টি করছে, বিশেষ করে ভারতের মেঘালয়ে সাম্প্রতিক পোলিও ঘটনার প্রেক্ষিতে। এটি একটি ঝুঁকিপূর্ণ সংক্রামক ভাইরাল রোগ যা প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের প্রভাবিত করে। এই বিষয়ে কলকাতার মণিপাল হাসপাতালের শিশু বিশেষজ্ঞ পেডিয়াট্রিক পালমোনোলজিস্ট ডাঃ শুভাশিস রায় পরামর্শ দিয়ে বলেন, "পোলিও একটি মারাত্মক রোগ, যা ব্যক্তি বা শিশুদের বিপন্ন করে দিতে পারে। এটি টিকাবিহীন শিশুদের দুর্বল করে দেয়, যা কেবল তাদের স্বাস্থ্যকেই নয়, বরং একটি সম্প্রদায়ের ক্ষতি করে। এটি উপড়ে ফেলতে শিশুর ৬ সপ্তাহ বয়স থেকেই নিয়মিত ইমিউনাইজেশনের অংশ হিসাবে নিষ্ক্রিয় পোলিও ভ্যাকসিন (আইপিভি) পরিচালনা করা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এটি প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবডি তৈরি করতে সহায়তা করে।" ভারত ১২ বছরের পোলিও-মুক্ত থাকার এক উল্লেখযোগ্য নজির গড়েছে

ব্যাপক টিকাদান অভিযানের মাধ্যমে। ডব্লিউএইচও-এর মতে, ভারতে চার বছরের মধ্যে ১৭২ মিলিয়ন শিশুকে প্রায় ১ বিলিয়ন ডোজ টিকা প্রদান করে। "টিকাদান হল পোলিওর বিরুদ্ধে আমাদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রতিরক্ষা," ডঃ রায় বলেন। তিনি জানান যে প্রত্যেক শিশুকে সুরক্ষিত রাখতে পিতামাতা এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা একসাথে কাজ করা খুবই জরুরি। আমরা যদি ব্যাপক টিকাদানের প্রচেষ্টাকে সফলভাবে কার্যকর করতে পারি, তাহলে খুব শীঘ্রই একটি পোলিও-মুক্ত বিশ্ব গড়ে তুলতে পারবো। ডঃ রায় পোলিও ভ্যাকসিনের গুরুত্বের উপর জোর দিয়ে, উল্লেখ করেন যে পোলিও টিকা অগণিত জীবন বাঁচাতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ লোককে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করেছে, এবং তিনি ভবিষ্যতের ক্ষতি রোধ করার জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টার ব্যাপক আহ্বান জানান। বিশ্ব পোলিও দিবস পুনরুত্থান প্রতিরোধের জন্য টিকাদানকে গুরুত্বপূর্ণ বলে গুরুত্ব দেয়। ভারত পোলিওর বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে থাকবে, যা টিকা দেওয়ার হার বজায় রেখে এবং জনস্বাস্থ্য উদ্যোগকে সমর্থন করবে, পোলিও নির্মূলের বৈশ্বিক লক্ষ্য অর্জনযোগ্য তা নিশ্চিত করে।

আধুনিকতার ছোঁয়ায় চাহিদা কমছে মাটির প্রদীপের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীপবলির আলোর উৎসব মানেই চারপাশে আলোর ছটা অন্ধকার দূর করে আলোয় ফেরা। এই দিনে একটা সময় চারিপাশে শুধুই ঝলমল করত মাটির সাবেকি প্রদীপের আলো। তবে সেই সময় আজ পাল্টে গেছে অনেকটাই। আধুনিকতার যুগে চাহিদাও পাল্টেছে সাধারণ মানুষের। তাইতো সেই চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই করতে হচ্ছে মৃৎশিল্পীদের। আবার এই মাটির প্রদীপের চাহিদা কম থাকায়, সেভাবে বিক্রি না হওয়ায় শিল্পীদেরও পাল্টাতে হয়েছে নিজেদের কাজের ধরণ। বর্তমানে বেশিরভাগ বাড়িতেই দীপাবলির দিনে ঝলমল করে বৈদ্যুতিক আলো। তবে নিয়ম রক্ষার্থে কিছু প্রদীপ জ্বালানো হয় আজও। সেই প্রদীপগুলি বেশিরভাগ হয় আকর্ষণীয় সুন্দর ডিজাইনিং প্রদীপ। কোচবিহার জেলার বানেশ্বর এলাকার এক মৃৎশিল্পী নিখিল পাল তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দীপাবলির আগে প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বর্তমানের পরিস্থিতির সম্পর্কে মৃৎশিল্পী নিখিল পাল জানান, দীর্ঘদিন থেকে এই পেশায় যুক্ত হয়েছেন। ধীরে ধীরে মানুষের চাহিদার পরিবর্তন দেখছেন। একটা সময় মানুষ সাবেকি মাটির প্রদীপ বেশি ব্যবহার করত। তবে বর্তমান সময়ে মানুষের চাহিদা পাল্টেছে অনেকটাই। এখন মানুষ সাবেকি প্রদীপের বদলে ডিজাইনিং প্রদীপ, বৈদ্যুতিক প্রদীপ বেশি ব্যবহার করছেন। তিনি আরও জানান অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত করতে হচ্ছে লড়াই বর্তমানের এই ডিজাইনিং প্রদীপ তৈরি করতে হচ্ছে। দিন শেষে কিছুটা আয়ের মুখ দেখার জন্য। সাধারণ মানুষের চাহিদার কথা মাথায় রেখে। এদিন মৃৎশিল্পী নিখিল পালের ছেলে মৃৎশিল্পী নারায়ণ পাল জানান, প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ এই পেশায় কাজ করছেন। আগে তিন ভাই এই পেশায় যুক্ত থাকলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রদীপের চাহিদা কমে যাওয়ায় দুই ভাই এই কাজ থেকে সরে গিয়ে অন্য কাজ করেন। তবে বৃদ্ধ বাবা দীর্ঘদিন ধরে এই কাজ করে আসছে, কাজের টানে বয়স হলেও ছাড়তে পারছেন না। তাই বাবাকে সহযোগিতা করার জন্য আমিও বাবার সাথে কাজ করছি। তবে এই সময়ের মধ্যে প্রদীপের চাহিদা কমেছে অনেকটাই। দীর্ঘ সময়ের এই পেশার সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষকে তিনি দেখেছেন কাজ ছাড়তে। বর্তমান সময়ে খুব একটা বেশি পরিমাণে এই প্রদীপের চাহিদা থাকে না বাজারে। তবুও সাবেকি প্রদীপের চাইতে এই ডিজাইনিং প্রদীপগুলি বেশি দামে বিক্রি হয়। তাই কিছুটা আয়ের মুখ দেখেন তাঁরা। দীপাবলির আলোর উৎসবে মাটির প্রদীপের জায়গা অনেকটাই দখল করেছে বৈদ্যুতিক আলো। তবুও আজও নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন এই মৃৎশিল্পীরা। সময় ও মানুষের চাহিদার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজেদের কাজের পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। তাইতো বর্তমান সময়ে সাবেকি মাটির প্রদীপের চাইতে ডিজাইনিং প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন এই শিল্পীরা।

জনসংযোগ বাড়াতে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজনে শাসক-বিরোধী

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মাঝে আর একটি বছর। তার পরেই বিধানসভা নির্বাচন। আর এই সময়ে তাই বসে থাকতে কেউ রাজি নয়। সে কথা মাথায় রেখে প্রস্তুতি নিতেও শুরু করেছে শাসক-বিরোধী সব দলই। আর এই সময়ে 'বিজয়া সম্মিলনী'র মতো অনুষ্ঠান যে কেউই হাতছাড়া করবে না তা হলফ করেই বলা যায়। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল অঞ্চলস্তর থেকে 'বিজয়া সম্মিলনী' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিজেপিও একাধিক জায়গায় বিজয়া সম্মিলনী করছে। গোটা অক্টোবর মাস তো বটেই নভেম্বরের বেশ কিছু সময় ধরে চলবে ওই বিজয়া সম্মিলনী। সিতাই উপনির্বাচনে আগামী ১৩ নভেম্বর। তা নিয়ে প্রচার তুঙ্গে উঠেছে। সমানতালে চলছে বিজয়া সম্মিলনী। জেলার শীর্ষ নেতারা তো বটেই, জেলা পরিষদ সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরাও ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকছেন। তৃণমূলের কোচবিহার জেলার সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেন, "বিজয়া সম্মিলনীর সূচি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সে মতোই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। সমস্ত জায়গাতেই বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে।" তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, "ব্লক, অঞ্চল থেকে শুরু সমস্ত স্তরে বিজয়া সম্মিলনী হচ্ছে। দলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনও বিজয়া সম্মিলনীর করছে। এই অনুষ্ঠান আমরা প্রত্যেক বছর করে আসছি। অনুষ্ঠানের মধ্যে প্রত্যেকের মধ্যে যোগাযোগ আরও বাড়ে। অন্য কোনও বিষয় নেই।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সভাপতি সুকুমার রায় জানান, বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান প্রত্যেক বছরই তারা করেন। তিনি বলেন, "দুর্গাপুজোর জন্য আমরা সারা বছর ধরে অপেক্ষা করি। পুজোর পরে বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান করা হয়। এবারেও করা হচ্ছে। কিভাবে তা করা হবে তা নিয়ে বৈঠক করা হয়েছে।" বিজেপির কোচবিহার জেলার সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেন, "আমরা এবারেও জেলা পার্টি অফিসে দুর্গাপুজো করেছি। বিজয়া সম্মিলনীরও হচ্ছে। এভাবেই তো আমরা দুর্গা উৎসব পালন করি।"

পেঁয়াজের দাম আগুন, মাথায় হাত গৃহস্থের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পেঁয়াজের দাম তর তর করে বাড়তে শুরু করেছে কোচবিহারে। কোচবিহারের বাজারে পেঁয়াজ পৌঁছেছে কেজি প্রতি ৬০ টাকা। ওই দাম আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তা নিয়ে গ্রাহকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। কয়েকজন গ্রাহকের কথায়, "এমনিতেই সব আনাজের দাম বেশি। পেঁয়াজ কিছুটা নাগালের মধ্যে ছিল। এবারে পেঁয়াজও নাগালের বাইরে চলে গেল। কি করে রান্নাঘর ঠিক রাখা যাবে।" গত বছরও পেঁয়াজের দাম বাড়তে শুরু করে। সেই সময় ব্যবসায়ীদের অনেকেই জানিয়েছিলেন, পেঁয়াজের উপর কেন্দ্রীয় সরকার চল্লিশ শতাংশ রফতানি শুল্ক ধার্য করেছে। তাতে পেঁয়াজ বিদেশে রফতানি অনেকটাই কমে যাবে। তাতে করে পেঁয়াজের দাম হাফ সেঞ্চুরি করলেও টম্যাটো বা আদার মতো ডাবল বা ট্রিপল সেঞ্চুরি করতে পারবে না। কিন্তু এবারে সেই হাফ সেঞ্চুরি করে ফুল সেঞ্চুরির দিকে হাঁটছে পেঁয়াজ। উদ্যানপালন দফতরের কোচবিহার জেলার এক আধিকারিক বলেন, "পেঁয়াজের চাহিদা বেড়েছে। সে কারণে দাম বেড়েছে। দ্রুত আবার দাম কমবে বলে আশা করা যাচ্ছে।" কোচবিহারের পাইকারি ব্যবসায়ী চাঁদমোহন সাহা বলেন, "চাহিদার তুলনায় পেঁয়াজের যোগান কম। এই সময়ে পুরোপুরি মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজের উপরে নির্ভর করতে হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, বিহারের পেঁয়াজ পাওয়া যাচ্ছে না। সে জন্যই সমস্যা বেড়েছে।"

উদ্যানপালন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহারে প্রায় পাঁচশো হেক্টর জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়। তার মধ্যে গ্রীষ্মকালে দুশো হেক্টরের মতো জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়। শীতকালে তা আরেকটু বেড়ে তিনশো হেক্টরের মতো জমিতে পেঁয়াজ চাষ হয়। তবে সেই পেঁয়াজ কোচবিহারের প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সে জন্য মহারাষ্ট্রের নাসিক, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান ও বিহারের পেঁয়াজের উপরে নির্ভর করতে হয় জেলার বাসিন্দাদের। বর্ষার সময়ে পেঁয়াজের একটি অংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। অনেক সময় উৎপাদনও কম হয়। সে জন্য পেঁয়াজের দাম বেড়ে যায়। ভারত থেকে পেঁয়াজ মূলত আরব, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশেও যায়। পেঁয়াজের রফতানি কমে গেলে স্থানীয় বাজার ঠিক থাকবে বলেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও আরেকটি অভিযোগ রয়েছে, এই সময়ে পেঁয়াজ মজুত করে রেখে বাজারে দাম বাড়িয়ে দেওয়া হয়। এক খুচরো ব্যবসায়ী বলেন, "আমরা পাইকারি বাজারের উপরে নির্ভরশীল। পাইকারি বাজারে দাম বাড়লে আমরাও বাড়াতে বাধ্য থাকি।"

দিনহাটায় শুরু হলো বাজি মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: পরিবেশবান্ধব বাজি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে দিনহাটায় শুরু হল বাজি বাজার। শুক্রবার সন্ধ্যায় দিনহাটা শহরের হরিতকী তলার মাঠে বাজি বাজারের উদ্বোধন হলো। এদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন দিনহাটা পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী, পৌরসভার এক্সিকিউটিভ অফিসার অলোক কুমার সেন, কাউন্সিলর চঞ্চল সাহা, বাবলু সাহা, সারাবাংলা আতশবাজি উন্নয়ন সমিতির দিনহাটা শাখার সম্পাদক সাধন সরকার ও সভাপতি শুভঙ্কর সাহা প্রমুখ। ১৬টি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যবসায়ীরা এদিন পরিবেশবান্ধব বাজি বাজারে পসরা সাজিয়ে বসেছে। প্রসঙ্গত, গত বছর থেকেই দিনহাটায় শুরু হয়েছে বাজি বাজার। সেই সময় মাত্র দুটি দোকান নিয়ে বাজি বাজার চললেও এবছর চিত্র একেবারেই উল্টো। তবে উদ্বোধনের দিনে পুরোপুরি বাজার চালু না হলেও আংশিকভাবে কয়েকটি দোকান চালু হয়ে গেল এদিন। জানা যায় আজ ২৫ শে অক্টোবর থেকে আগামী ২ রা নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বাজি বাজার। এদিন উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌরিশংকর মাহেশ্বরী ব্যবসায়ীদের কাছে পরিবেশবান্ধব বাজীর মূল্য কম রাখার আবেদন জানানোর পাশাপাশি যাতে কোনোভাবেই এই বাজি বাজারে অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেদিকে নজর রাখার বার্তা দেন। অন্যদিকে সংগঠনের সম্পাদক সাধন সরকার জানান, যাতে সাধারণ মানুষজন তুলনামূলক কম মূল্যে বাজি কিনতে পারে সেই দিকে নজর রাখা হচ্ছে পাশাপাশি কোচবিহারের বাজি বাজারের থেকেও দিনহাটার বাজি বাজারে এবারে ভালো ব্যবসা হবে বলে তিনি দাবি করেন। এদিনের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সকালে আয়োজিত হয়েছে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সন্ধ্যায় বাজি বাজার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন উপস্থিত অতিথিরা।

অজানা জ্বরে কাবু মালদা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা: গ্রাম জুড়ে অজানা জ্বর। একদিন বা দুই দিন জ্বর থাকছে। তারপর শরীরে যন্ত্রণা। মূলত হাতে ও পায়ে ব্যাথায় কাবু সাধারণ মানুষ। ইতিমধ্যেই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে মেডিকেল ক্যাম্প করা হয়েছে। এলাকা থেকে প্রায় ৫০ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা ও ইতিমধ্যেই ওই রক্তের নমুনা ল্যাবে টেস্ট এর জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে এটা ডেঙ্গুর জ্বর, না ম্যালেরিয়া জ্বর না কি কোন অন্য ভাইরাস সেই বিষয় এখনোও পরিষ্কার হয়নি। রিপোর্ট এর দিকে তাকিয়ে রয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। এই এক অজানা অসুখ দেখা দিয়েছে মালদার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের গ্রামে। প্রায় দুই থেকে তিন মাস ধরে এমন জ্বর দেখা দিয়েছে মালদার হবিবপুর ব্লকের শ্রীরামপুর পঞ্চায়েতের কলাইবাড়ি গ্রামে। ইতিমধ্যে কলাইবাড়ির সরকারপাড়া, তালুকদারপাড়া, চৌধুরীপাড়া ও ধানুকপাড়ার এই জ্বরের প্রকোপ বেশি রয়েছে। এই চারটি পাড়ায় প্রায় চার হাজার বাসিন্দার বসবাস। তাদের মধ্যে ৫০ শতাংশ বাসিন্দা এই জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। দীর্ঘদিন ধরে এই জ্বরের প্রকোপ দেখা দিলও ঠিক কি এই জ্বরটা এখনোও নির্ণয় করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ইতিমধ্যে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একাধিক রোগীর রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ও জেলার বাইরে পাঠানো হয়েছে নমুনা পরীক্ষার জন্য। এলাকার বাসিন্দাদের দাবি, অবিলম্বে এলাকায় আরোও বেশি করে স্বাস্থ্যশিবির করা হোক এবং এরই পাশাপাশি ডাক্তার পরিষেবা বাড়ানো হোক। এদিকে এই খবর পেয়ে হবিবপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও রাকেশ গাইন ঘঠনাস্থলে যান ও এলাকার বাসিন্দাদের সাথে কথা বলেন। সেইসঙ্গে তিনি এলাকা জুড়ে এবং বাড়ির আশেপাশে ঘুরে দেখেন। খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ওই এলাকার স্কুল ও জনবহুল এলাকায় সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে শিবির করা হচ্ছে। এই জ্বরের উৎস কি? কিভাবে এই জ্বর আসলো? এর চিকিৎসা কি ? এই নিয়ে এখনোও কোনোও সঠিক তথ্য নেই স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে। যদিও এই বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সুদীপ্ত ভাদুরি বলেন, "এখনো সঠিকভাবে বলা যাবে না কি এই অসুখ। আপাতত লক্ষণ দেখে চিকুন গুনিয়া মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে রোগীদের নমুনা সংগ্রহ করা হচ্ছে ও মেডিকেল টিম পাঠানো হচ্ছে। এলাকার পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালানো হচ্ছে। রক্তের নমুনা পরীক্ষা হলেই কি এই জ্বর তা বোঝা সম্ভব হবে। এখনোও পর্যন্ত ৫০ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ও রক্তের নমুনা বাইরে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পরীক্ষার রিপোর্ট আসার পরেই রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সুবিধা হবে।"

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কতৃক ডাউয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96